Islami Ain O Bichar | ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
Vol. 21, Issue: 84 | submission: 2025-09-21
Octo-Dec. 2025 | Published : 2026-02-19
DOI: 10.58666/iab.v21i84.316

Existing Regulations and Principles of Shariah in Preventing Financial Corruption in the Banking sector of Bangladesh : A Comparative Review

Md. Siddikullah*

Abstract

The banking sector of Bangladesh has suffered from rampant corruption, especially in the run-up to August 05, 2024, where a slew of financial scandals, embezzlement, looting, and money laundering have been said to have occurred. Even after the enactment of several laws and regulations by the Government of Bangladesh to promote economic security, ensure sound governance, and protect public interest, it has not been found effective enough to prevent banking scandals. Islamic principles, on the contrary, forbid corruption in any of its forms by virtue of an integrated morality aimed at the comprehensive well-being of society through the strict enforcement of provisions of the Shariah. Given the fact that Bangladesh is a Muslim majority country, analyzing the effective mechanisms to prevent an instance of financial corruption is a must by comparing the principles of Shariah to the existing Bangladeshi legislative. This paper is done with this objective in mind. Using analytical and comparative research methodology, the study outlines the concepts, characteristics, and contemporary manifestations of corruption in the banking sector in Bangladesh and shows a comparative view of the law and regulations of Bangladesh and corresponding Shariah in relation to banking scandal prevention. The research shows that while there are significant commonalities between the prevailing Bangladeshi statutes and Islamic principles, Shariah law provides a potentially more efficacious framework for guaranteeing economic security, public welfare, and financial stability.

Keywords: Banks, Financial scandal, Prevention, Law, Islamic Law.

* Md. Siddikullah is a Master's Student, Department of Islamic Studies, University of Dhaka. Email: mdsiddik4173@gmail.com

বাংলাদেশে ব্যাংক খাতে আর্থিক দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রচলিত বিধান ও শরয়ি নীতিমালা : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

সারসংক্ষেপ

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের ব্যাংক খাতে সীমাহীন দুর্নীতির চিত্র ফুটে উঠেছে। বিগত দশকগুলোতে, বিশেষত ৫ আগস্ট, ২০২৪ পূর্ব সময়ে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিভিন্ন খাত থেকে, বিশেষ করে ব্যাংক সেক্টরে মাত্রাতিরিক্ত দুর্নীতির মাধ্যমে সীমাহীন অর্থ কেলেঙ্কারি, আত্মসাৎ, লুট ও অর্থ পাচার করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও ব্যাংক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য অসংখ্য আইন ও বিধি প্রণয়ন করা সত্ত্বেও ব্যাংক কেলেঙ্কারি প্রতিরোধ করতে সক্ষম হচ্ছে না। পক্ষান্তরে, ইসলাম নৈতিকতার মানদণ্ডকে প্রতিষ্ঠিত করে মানুষের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে শরয়ি বিধান কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলকভাবে বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে যাবতীয় দুর্নীতিকে প্রতিরোধ করে থাকে। বাংলাদেশ একটি মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্র, তাই আর্থিক দুর্নীতি প্রতিরোধে বাংলাদেশের আইনের সাথে ইসলামের শরয়ি বিধানের পর্যালোচনা করে আর্থিক দুর্নীতি প্রতিরোধের সুষ্ঠু সমাধান অন্বেষণ করা জরুরি। এ উদ্দেশ্যেই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধটি প্রণীত হয়েছে। বিশ্লেষণমূলক (analytical) ও তুলনামূলক (comparative) গবেষণা পদ্ধতি অবলম্বনে রচিত এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে সংঘটিত দুর্নীতির ধারণা, প্রকৃতি ও সমকালীন বাস্তবতা উপস্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি ব্যাংক তহবিল কেলেঙ্কারি প্রতিরোধে বাংলাদেশের বিদ্যমান আইন ও বিধিবিধান এবং এ বিষয়ে ইসলামের শরয়ি বিধানের মধ্যে একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এ প্রবন্ধে উপস্থাপিত হয়েছে যে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য প্রবর্তিত প্রচলিত আইন এবং ইসলামের মূলনীতি ও বিধান অধিকাংশ ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য হলেও, ইসলামের শরয়ি আইন মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ জনগণের সার্বিক কল্যাণ ও আর্থিক নিরাপত্তা সাধনে প্রচলিত আইন থেকে অধিক কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

মূল শব্দ: ব্যাংক, আর্থিক দুর্নীতি, প্রতিরোধ, আইন, ইসলামী আইন।

ভূমিকা

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কার্যক্রমে ব্যাংক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বাজার ব্যবস্থার ভারসাম্য রক্ষা এবং মানুষের জীবনমান উন্নয়নে নির্ভরযোগ্য, স্বচ্ছ, স্বাধীন ও জবাবদিহিতামূলক ব্যাংকিং সিস্টেমের বিকল্প নাই। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের ব্যাংকিং সিস্টেম এক সীমাহীন দুর্নীতির কবলে নিপতিত। ব্যাংকের উল্লেখযোগ্য শেয়ার ধারকগণ এবং ব্যাংক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা (পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদের সদস্যগণ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, মুখ্য ব্যবস্থাপনা কর্মীগণ এবং

তফসিলি ব্যাংকের অন্যান্য দায়িত্বশীল কর্মকর্তাগণ) কর্তৃক তাদের কর্ম, নিষ্ক্রিয়তা ও অস্বচ্ছ সিদ্ধান্তের ফলে কিংবা প্রতারণামূলকভাবে, অসৎভাবে অথবা ইচ্ছাকৃত বা স্বেচ্ছায় ব্যাংকের সম্পদ অথবা তহবিল ব্যবহৃত হওয়ার ফলে ব্যাপক মাত্রায় ব্যাংক থেকে মানুষের জমানো আমানত ও সম্পদ আত্মসাৎ, চুরি ও পাচার হয়ে যাচ্ছে।[1] বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫৪ বছর পরও মাত্রাতিরিক্ত দুর্নীতির কারণে একটি স্বাধীন, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। গত ১৫ বছরের ব্যাংক খাতে সংঘটিত হওয়া অর্থ কেলেঙ্কারি তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ব্যাংক খাতে অর্থনৈতিক অপরাধ ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের ব্যাংক খাতে কয়েকটি জাজ্বল্যমান দুর্নীতি, কেলেঙ্কারি ও অব্যবস্থাপনার উদাহরণ যেমন হলমার্ক গ্রুপ কর্তৃক বাংলাদেশী টাকার ৪ হাজার কোটি টাকা কেলেঙ্কারি, বিসমিল্লাহ গ্রুপ কর্তৃক ছয়টি কমার্শিয়াল ব্যাংক থেকে ২০০ কোটি টাকার ঋণ কেলেঙ্কারি এবং বেসিক ব্যাংক থেকে উপযুক্ত কাগজপত্র ও ডকুমেন্টস ব্যতীত ৪,৫০০ কোটি টাকার ঋণ অনুমোদন প্রদান, যা পরবর্তীতে ঋণখেলাপি হয়ে যায়। ৩১ মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যাংকে মোট খেলাপি ঋণের পরিমাণ হলো, সরকারি ব্যাংকে ১ লক্ষ ৪৬ হাজার ৪০৭ কোটি টাকা, বেসরকারি ব্যাংকে ২ লক্ষ ৬৪ হাজার ১৯৫ কোটি টাকা, বিদেশি ব্যাংকে ৩ হাজার ২ শত ৩৯ কোটি টাকা এবং বিশেষায়িত ব্যাংকে খেলাপি ঋণ হয়ে দাঁড়ায় ৬ হাজার ৪ শত ৯৪ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে ৩১ মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত ব্যাংক খাতে মোট ঋণখেলাপির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪ লাখ ২০ হাজার ৩৩৫ কোটি টাকা।[2] ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে সীমাহীন ঋণখেলাপির কারণে দেশের অর্থনীতি, ব্যাংক খাত, বিনিয়োগ ব্যবস্থা, মানুষের জীবন মান ও শেয়ার বাজারে মারাত্মক প্রভাব পড়েছে। মানুষের টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদের নিরাপত্তা ও আর্থিক দুর্বৃত্তিরোধে কুরআন ও হাদিসে সুস্পষ্ট বিধি-বিধান বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হওয়ার পাশাপাশি প্রচলিত রাষ্ট্র কাঠামোতে অনেক আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

আলোচ্য প্রবন্ধে তুলনামূলক (comparative) ও বিশ্লেষণমূলক (analytical) গবেষণা পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়েছে। তথ্য প্রয়োগে প্রাথমিক উৎস (primary source) হিসেবে আর্থিক দুর্নীতি প্রতিরোধে কুরআন, হাদিস ও বাংলাদেশে আর্থিক দুর্নীতি সংক্রান্ত আইনসমূহ এবং সহায়ক উৎস (secondary source) হিসেবে পত্র-পত্রিকা, জার্নাল বই-পুস্তক এবং বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে তথ্য নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শরয়ি আইন ও প্রচলিত আইনের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে উভয় আইনের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বিশ্লেষণপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

1. *Bank Resolution Ordinance*, Government of Bangladesh, 2025.
2. *Prothom Alo*, "Khelapi rin bere dariyechhe 4 lakh 20 hazar koti taka" June 15, 2025. https://www.prothomalo.com/business/bank/mm5idapd1l

গবেষণা প্রশ্ন

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধটি দুটি গবেষণা প্রশ্নকে উদ্দেশ্য করে রচিত হয়েছে:

১. আর্থিক দুর্নীতি প্রতিরোধে বাংলাদেশে প্রচলিত আইনগুলো কী কী?

২. আর্থিক কেলেঙ্কারি প্রতিরোধে ইসলামের শাশ্বত বিধি-বিধানগুলো কী কী এবং প্রচলিত আইন ও শরয়ি বিধানের মধ্যকার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলো কী কী?

সাহিত্য পর্যালোচনা

বর্তমানে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ব্যাংক খাতে আর্থিক কেলেঙ্কারির বিষয়টি খুবই আলোচিত। ব্যাংক বিষয়ে পর্যাপ্ত গবেষণা, আলোচনা, প্রবন্ধ, নিবন্ধ রয়েছে। বেশিরভাগ গবেষণা সার্বিক ব্যাংক খাতে দুর্নীতির কারণ, স্বরূপ, প্রভাব ও তা প্রতিরোধে বিভিন্ন আইনের ভূমিকার উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। নিম্নে ব্যাংকিং দুর্নীতি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কিছু গবেষণার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপস্থাপন করা হলো;

গবেষক মাসনুন কবির (২০২৪) 'A Study of Financial Crimes in the Banking Sector of Bangladesh' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। গবেষক গুণাত্মক ও বর্ণনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করে ব্যাংক খাতে অর্থ আত্মসাতের প্রকৃতি , কারণ ও প্রভাব বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে বাংলাদেশে দুর্নীতি একটি প্রধান সমস্যা যা আর্থিক অপরাধকে ত্বরান্বিত করে। প্রতিনিয়ত বড়বড় আর্থিক কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও বাংলাদেশে বিস্তৃত ও কার্যকর আইনি ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন যে, নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি, আর্থিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে সময়োপযোগী আইন প্রণয়ন, সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের অসহিষ্ণু নীতিই হতে পারে উক্ত সমস্যার উপযুক্ত সমাধান।

হাফিজুর রহমান (২০২৪) 'Corruption minimization systems based on the detection of abnormal financial transactions: A Perspective of Bangladesh' শীর্ষক আর্থিক লেনদেনে দুর্নীতি প্রশমন বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন। প্রবন্ধটিতে লেখক বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত সংঘটিত হওয়া অপরাধ বিষয়, যেমন মানিলন্ডারিং, ঘুষ আদান-প্রদান, অবৈধভাবে অর্থ সম্পদ আত্মসাৎ , ঋণ খেলাপি, ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বাংলাদেশে আর্থিক দুর্নীতি রোধে ক্যাশলেস সোসাইটি (Cashless society) বা অনলাইন ভিত্তিক আদান-প্রদান পদ্ধতির ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। এই পদ্ধতির সফলতার অন্যতম সহায়ক হিসেবে লেখক আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (Artificial Intelligence)-এর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

এস এম সুলাইমান (২০১৮) তাঁর 'Captured by Evils' - Combatting Black Money, Corruption and Money Laundering in Bangladesh: The Dog Must Bark to Keep Predators Away' শীর্ষক প্রবন্ধে বাংলাদেশে কালো টাকা বৈধতা প্রদান ও তার ইতিহাস বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, অবৈধভাবে অর্জিত টাকা বা কালো টাকার অবৈধ

মালিকদেরকে সরকার কর্তৃক ক্ষমাপ্রদর্শন ও তাদের অবৈধ কালো টাকাকে সাদাকরণের সুযোগ বা বৈধকরণের সুযোগ দেওয়া দেশের অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক নয় বরং বৃহৎ অংশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে

সাজ্জাদ হোসাইন (২০২২) 'Political Connection, Corruption and Loan Defaulting Propensity: Experience of Bangladeshi Bank High Officials' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর প্রবন্ধে তিনি গুণাত্মক পদ্ধতি ব্যবহার করে ৫৫টি ব্যাংকের কর্মকর্তাদের থেকে Focus Group Discussion -এর মাধ্যমে ব্যাংকের অর্থ-কেলেঙ্কারির মূল কারণ ও স্বরূপ নির্ণয় করতে চেয়েছেন। তিনি ঋণ কেলেঙ্কারির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, গ্রাহকের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা এবং দুর্নীতি ও ঋণখেলাপি বৃদ্ধির পেছনে রাজনৈতিক প্রভাবকে চিহ্নিত করেছেন। সুষ্ঠু রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিকাশ, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা ব্যাংক খাতে আর্থিক দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে বলে তিনি মনে করেন। উপর্যুক্ত প্রবন্ধসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ইসলামের শিক্ষা, মূলনীতি ও বিধিবদ্ধ আইন এবং বাংলাদেশে প্রণীত প্রচলিত আইনের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ–এ ধরনের কোনো গবেষণা করা হয়নি। তাই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই বিষয়ে পর্যালোচনা করা সময়ের দাবি। উক্ত দাবির প্রেক্ষিতে আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনা করা হয়েছে।

ব্যাংকিং খাতে আর্থিক দুর্নীতির পরিচয়

ব্যাংক খাতে আর্থিক অপরাধ বলতে এমন কতিপয় আইন বহির্ভূত কার্যকলাপকে বোঝায়, যা আর্থিক ক্ষতির কারণ এবং ব্যাংকের নীতিমালা ও আইনের পরিপন্থী। এই নীতি বহির্ভূত কার্যাবলির মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত অপরাধগুলো হলো: ব্যাংক থেকে তহবিল আত্মসাৎ, জালিয়াতির মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ, স্বার্থ সংঘাত ও বিদেশে অর্থপাচার। আর্থিক দুর্নীতি সম্পর্কে গবেষকদের দৃষ্টিভঙ্গি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

Corruption in banking here means the misuse of entrusted power to pursue private gain in financial institutions – bribery, fraud, loan embezzlement, favouritism in credit allocation and regulatory capture. (ব্যাংক খাতে আর্থিক অপরাধ বলতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তির স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ঘুষ, জালিয়াতি, ঋণ আত্মসাৎ, ঋণ বণ্টনে পক্ষপাতিত্ব ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার দখল বা প্রভাবের মাধ্যমে অর্পিত ক্ষমতার আপব্যবহার বোঝায়।)[৩]

---

3 Md. Kwosar Md. Kwosar, "Corruption in Bangladesh Banking and Financial Sector: A Qualitative and Quantitative Assessment," *International Journal of Research and Innovation in Social Science* IX, no. XV (2025): 1027, https://doi.org/10.47772/IJRISS.2025.915EC00728.

Financial crime has been described as "illegal and harmful acts committed by corporate officers and employees to promote both corporate and personal interests. (আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের দ্বারা সংঘটিত অবৈধ এবং ক্ষতিকর কার্যাবলি, যা যৌথ ও ব্যক্তিগত উভয় স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্য করা হয়।)[৪]

ট্রান্সফারেন্সি ইন্টারনেশনালের মতে, আর্থিক অপরাধ হলো "the misuse of entrustedpower for private advantage," অর্থাৎ ব্যক্তিগত স্বার্থ বা সুবিধার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার, আর World Bank'র মতে "abuse of public office for private gain" তথা ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের জন্য সরকারি ক্ষমতা বা পদের অপব্যবহার।[৫]

IMF- মতে, Any act or omission, including a misrepresentation, that knowingly or recklessly misleads, or attempts to mislead a person or entity to obtain a financial or other benefit from the Fund, or to avoid an obligation for oneself or for a third party.

এমন কাজ, অবহেলা বা মিথ্যা উপস্থাপন, যা জ্ঞাতসারে অথবা বেপরোয়াভাবে কোনো ব্যক্তি বা সত্তাকে বিভ্রান্ত বা বিভ্রান্ত করার চেষ্টার মাধ্যমে তহবিল থেকে আর্থিক বা অন্যান্য সুবিধা অর্জন করা হয়, কিংবা নিজের বা তৃতীয় কোনো পক্ষের জন্য কোনো দায়িত্ব এড়ানোর হয়।[৬]

Any inappropriate activity, including fraud, theft, coercion or corruption, affecting the Bank's financial interests or reputation, or any conduct relating to the discharge of professional duties by any staff member (including the General Manager), secondee to the Bank or contractor of the Bank, which constitutes a failure to comply with rules and regulations applicable to them. (ব্যাংকের আর্থিক স্বার্থ বা সুনাম নষ্ট করে–এমন যে কোনো অনুচিত কার্যকলাপ যেমন, প্রতারণা, ডাকাতি বা চুরি, জবরদস্তি বা দুর্নীতি করা, অথবা ব্যাংকের কর্মচারি, ম্যানেজার, ঠিকাদারের পেশাগত দায়িত্ব পালনে বিধিবিধান লঙ্ঘনমূলক আচরণ করা।)[৭]

---

4 Musnun Kabir and Md. Mosharaf Hosen, "A Study of Financial Crimes in the Banking Sector of Bangladesh," *International Journal of Law and Public Policy (IJLAPP)* 6, no. 2 (2024): 50, https://doi.org/10.36079/lamintang.ijlapp-0602.677.

5 Eleni Zafeiriou et al., "Illicit and Corruption Mitigation Strategy in the Financial Sector: A Study with a Hybrid Methodological Approach," *Sustainability* 15, no. 2 (2023): 1, https://doi.org/10.3390/su15021366.

6 International Monetary Fund. *Anti-Fraud and Anti-Corruption Policy*. Washington, DC: International Monetary Fund, January 17, 2025. Section 3.1.1. PDF, accessed January 28, 2026. https://www.imf.org/-/media/files/about/ethics/policy/anti-fraud-anti-corruption-011725.pdf

7. Bank for International Settlements. n.d. "Whistleblowing Policy." Accessed January 28, 2026. https://www.bis.org/about/ethics_and_conduct/whistleblowing.htm.

এই অপরাধগুলোর কারণে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত এক চরম আর্থিক সংকট ও তারল্য সংকটে পতিত হয়েছে; বিশেষ করে ব্যাংক খাতে অর্থনৈতিক সুনাম, স্থিতিশীলতা ও জনগণের আস্থা বিনষ্ট হয়ে গেছে। ব্যাংক থেকে আমানতকারীদের চাহিদা মাফিক টাকা না পাওয়ার ভীতি তৈরি হওয়ার ফলে ব্যাংক খাতে আমানতের পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে, যা ব্যাংক খাতের জন্য একটি অশনি সংকেত। দণ্ডবিধি ১৮৬০, Criminal Breach of Trust মতে-

> *যখন কোনো ব্যক্তি কোনো সম্পদ বা অর্থ তার দায়িত্বে থাকা অবস্থায় জেনে-শুনে নিজস্ব স্বার্থে ব্যবহার করে বা গায়েব করে ফেলে, তখন তা অর্থ আত্মসাৎ হিসেবে গণ্য হয়।*[৮]

আর্থিক কেলেঙ্কারির ধরণ

ব্যাংকিং খাতে আর্থিক দুর্নীতি একটি বহুমাত্রিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা, যার উল্লেখযোগ্য ধরণসমূহ, যেমন ঋণ বিতরণে অনিয়ম, ঘুষ, ঋণখেলাপী, মানি লন্ডারিং এবং ঋণ জালিয়াতি ইত্যাদি। নিম্নে এ সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হলঃ

- **ঋণ জালিয়াতি (Fraud Loan)**

ইচ্ছাকৃতভাবে ভুয়া কাগজপত্র বা মিথ্যা তথ্য ব্যবহার করে ঋণ গ্রহণ বা ঋণ অনুমোদন করা আর্থিক খাতে ঋণ জালিয়াতি হিসেবে স্বীকৃত। অনেক ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহণে অযোগ্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অপর্যাপ্ত বা মিথ্যা কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও অভ্যন্তরীণ যোগসাজশ, রাজনৈতিক ছত্রছায়া কিংবা প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ অনুমোদন করিয়ে নেয়।[৯]

এ ধরনের ঋণ জালিয়াতি ঋণের ঝুঁকি বাড়ায় এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে খেলাপী ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

- **ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপী (Willful Default)**

আর্থিক সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও পরিকল্পিতভাবে ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করা বা তা পরিশোধে বিরত থাকায় বর্তমানে বাংলাদেশের ব্যাংক খাত অতিমাত্রায় ঋণখেলাপিতে জর্জরিত। ২০২৫ সালের নভেম্বর পর্যন্ত এই খেলাপী ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬ লাখ ৪৪ হাজার কোটি টাকা, যা এখনো ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।[১০]

এই ঋণখেলাপী বৃদ্ধির প্রবণতা ব্যাংকের তারল্য সংকট ও বিনিয়োগ সক্ষমতা দিন দিন হ্রাস করে তুলছে।

---

৮. *The Penal Code 1860*, Section 405.
৯. Kabir and Hosen, "A Study of Financial Crimes in the Banking Sector of Bangladesh." 51
১০. Prothom Alo, "Khelapi rin bere Akhon sare 6 lakh koti taka" November 27, 2025. Page:1

- **ঘুষের মাধ্যমে অবৈধ সুবিধা (Bribery)**

আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে ঘুষের ধ্বংসাত্মক ছোবল অননুমোদিত ব্যক্তিতে ঋণ অনুমোদন, ঋণ পুনঃ তফসিল, সুদ বা মুনাফা মওকুফ, কর্মকর্তা নিয়োগ বা তাদের পদোন্নতির মত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলোকে প্রভাবিত করে। যার ফলে নৈতিকতা ও পেশাগত মানদণ্ড ভেঙ্গে গিয়ে ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার স্বাভাবিক গতি নষ্ট হচ্ছে।

- **মানি লন্ডারিং (Money Laundering)**

অবৈধ উৎস থেকে উপার্জিত সম্পদ বা অর্থের উৎস গোপন রেখে তা ব্যাংকের মাধ্যমে বৈধ অর্থ হিসেবে উপস্থাপন করে একাধিক হিসাবের মাধ্যমে অর্থ স্থানান্তর বা বিদেশে পাচার করা মানি লন্ডারিং (Money Laundering) অপরাধ। ব্যাংক ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে মানি লন্ডারিং করে অপরাধীরা রাষ্ট্রীয় কর ফাঁকি সহ জাতীয় অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গুরুতর ঝুঁকি সৃষ্টি করে।

- **অভ্যন্তরীণ কেলেঙ্কারি (Insider Fraud)**

ব্যাংকের কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের জন্য গ্রাহকের যাবতীয় তথ্য ও নথিপত্র উন্মুক্ত থাকে বিধায় তারা সহজে ক্ষমতার অপব্যবহার করে গ্রাহকের অর্থ আত্মসাৎ, তথ্য গোপন বা হিসাব কারসাজি করতে পারে। এ ধরনের দুর্নীতি সনাক্তকরণ তুলনামূলক কঠিন বিধায় এর ক্ষতির পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত।

- **ঋণ বন্টনে পক্ষপাতিত্ব (Favouritism in Credit Allocation)**

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যাংক ব্যবস্থাপনা পর্ষদ ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত, নিয়ন্ত্রিত অথবা প্রভাবিত হয়। এসব পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা সাধারণত স্টেকহোল্ডারদের স্বার্থ সংরক্ষণের পরিবর্তে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষায় অধিক মনোযোগী হন। ফলে তারা আত্মীয়স্বজন বা পরিচিত ব্যক্তিদের ঋণ অনুমোদন করেন অথবা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নির্দেশে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বড় অঙ্কের ঋণ প্রদান করতে বাধ্য হন।

- **আর্থিক অপরাধে প্রযুক্তির ব্যবহার**

প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় ডিজিটাল ব্যাংকিং পরিসেবার প্রসার লাভ করার সাথে সাথে অনলাইনে আর্থিক প্রতারণা, ফিশিং, স্কিমিং ও মোবাইল ব্যাংকিং এ প্রতারণা বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যাংকের সাইবার নিরাপত্তার দুর্বলতার সুযোগে প্রযুক্তি নির্ভর এসব অপরাধ বেশ কয়েকবার দেশের আর্থিক খাতসমূহকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করেছে। ২০১৬ সালে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক (Bangladesh Bank) এর বিদেশি রিজার্ভ থেকে ৮১ মিলিয়ন ডলার চুরি হয়। যদিও এই চুরির পেছনে প্রধান অপরাধী হচ্ছে বিদেশি হ্যাকাররা, যারা আন্তর্জাতিক SWIFT-ভিত্তিক আন্তঃব্যাংক অর্থ লেনদেন ব্যবস্থা ব্যবহার করে এই লেনদেন সম্পন্ন করেছিলেন, তবুও ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ

ব্যবস্থার সাথে জড়িত কয়েকজনের সম্পৃক্ত রয়েছে বলেও অভিযোগ রয়েছে।[১১]

- **সশস্ত্র ব্যাংক লুণ্ঠন**

অস্ত্রের মুখে ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জিম্মি করে ব্যাংকের অর্থ লুট বা ডাকাতি করতে প্রায়ই দেখা যায়। সম্প্রতি কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (KNF) এর সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর সদস্যদের দ্বারা কয়েকটি ব্যাংক ডাকাতি হওয়ার দৃশ্য দেখা গেছে। ৯ই এপ্রিল ২০২৪, প্রথম আলোর প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে, বান্দরবানের রুমা ও থানচিতে সোনালী ও কৃষি ব্যাংকের শাখায় ডাকাতি করতে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী 'কে এন এফ' এর শতাধিক সদস্য অংশ নেয়। ২ এপ্রিল রাত ৮ টার দিকে বান্দরবানের রুমায় সোনালী ব্যাংকের শাখায় সশস্ত্র হানা দেয় সন্ত্রাসী গোষ্ঠীটির সদস্যরা। রুমাই হামলার পর ৩ এপ্রিল থানচিতে সোনালী ও কৃষি ব্যাংককে হানা দিয়ে ১৭ লক্ষ টাকার বেশি টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যায় অস্ত্রধারীরা।[১২]

বাংলাদেশের ব্যাংক খাতে দুর্নীতির সমকালীন চিত্র

ব্যক্তিস্বার্থ ও অর্থের মোহে পড়ে ক্ষমতার অপব্যবহার ও রাজনৈতিক শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এক বা একাধিক ব্যক্তি বিভিন্ন ব্যাংকসমূহকে নিজেদের করায়াত্তে আনার মাধ্যমে ব্যাংকের আমানত লুট করেছেন; ফলে বর্তমানে ব্যাংক খাতে প্রকট অর্থসংকট ও অপরিশোধিত ঋণের চিত্র ভেসে উঠেছে। প্রভাবশালী ব্যক্তি ও শিল্প গোষ্ঠী কর্তৃক বড় আকারে ঋণখেলাপির ঘটনা ঘটেছে। ব্যাংক খাতে জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত খেলাপি ঋণের পরিমাণ বেড়েছে ৭৩,৫৮৬ কোটি টাকা, যা সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে এসে অল্প সময়ের ব্যবধানে ২,৮৪,৯৭৭ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে, যা ব্যাংক খাতের মোট প্রদত্ত ঋণের ১৬.৯৩%।[১৩]

জুন ২০২২ পর্যন্ত, দেশে খেলাপি ঋণের মোট পরিমাণ ১,২৫,২৫৭ কোটি টাকা, যা মোট ঋণের ৮.৯৬%। এটি ২০২১ সালের জুনের তুলনায় প্রায় ২৬.৫% বৃদ্ধি, যেখানে খেলাপি ঋণ ছিল ৯৯,২০৫ কোটি টাকা। করোনা মহামারির সময়ে ঋণ শ্রেণিকরণে শিথিল নীতি প্রবর্তনের পরও ২০২১ সালে NPLs ১৬.৩৮% বেড়ে ১,০৩,২৭৪ কোটি টাকায় পৌঁছায়। ব্যাংকের ধরন অনুযায়ী, রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো (SOCBs) সবচেয়ে বেশি খেলাপি ঋণের মুখোমুখি। ২০২১ সালে তাদের NPL পরিমাণ ৪৪,৯৭৭ কোটি টাকা, যা বেসরকারি ব্যাংকের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। অন্যদিকে, বিশেষায়িত উন্নয়ন ব্যাংক (SDBs)-এর ক্ষেত্রেও খেলাপি ঋণ কিছুটা উচ্চ, ২০২১ সালে ২,৭৮৫ কোটি টাকা।[১৪]

---

11. Md. Kwosar, "Corruption in Bangladesh Banking and Financial Sector." 1031.
12. Prothom Alo,"Mukhe kali mekhe ostro unchiye dhuke shontrashira." Apr. 9, 2024. Online available at: https://www.prothomalo.com/bangladesh/280n2zunah
13. *Prothom Alo*, "Bank theke lut kora taka ekhon khelapi'r khatay", November 18, 2024. https://www.prothomalo.com/business/bank/ujifb5wh6y
14. Islām, mausumī. "Sōẏā lākha kōṭi ṭākā chāṛālo khēlāfi ṭākā", newsbangla24.com. 11 Auguht, 2022. https://www.newsbangla24.com/economy/202572/One-hundred-thousand-crores-of-defaulted-loans-were-released

NPL বৃদ্ধির ফলে ব্যাংকগুলোর মূলধন ও মুনাফাতেও প্রভাব পড়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর Capital to Risk-Weighted Assets Ratio (CRAR) ছিল ৬.৮%, যা বাংলাদেশ ব্যাংকের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় মান ১০%-এর চেয়ে কম। এছাড়া, Return on Assets (ROA) এবং Return on Equity (ROE) প্রাইভেট ও বিদেশি ব্যাংকে ইতিবাচক থাকলেও, সরকারি ব্যাংকগুলোতে নেতিবাচক, যা তাদের খেলাপি ঋণ ব্যবস্থাপনায় সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করে। উচ্চ NPL-র কারণে Net Interest Margin (NIM)-ও প্রভাবিত হয়েছে, অর্থাৎ ব্যাংক ঋণ থেকে আয় কমে গেছে।[১৫]

প্রথম আলোর প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, সরকারি ব্যাংক খাতে মার্চ, ২০২৪ সাল পর্যন্ত ঋণখেলাপি ছিল ৮৪,২২১ কোটি টাকা, আর এই সময়ে বেসরকারি ব্যাংক খাতে দেওয়ানি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮৮,৯০০ কোটি টাকা, যা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সরকারি ব্যাংক থেকে বেসরকারি ব্যাংকে ঋণখেলাপির পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি। জুন, ২০২৪ এসে সরকারি ব্যাংকে অদায়ী ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১,০২,৪৮৩ কোটি টাকা এবং বেসরকারি ব্যাংকে সরকারি ব্যাংকের তুলনায় ২৫৬২ কোটি টাকা খেলাপি ঋণ কম বেড়েছে। কিন্তু সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এসে দেখা যায় যে, সরকারি ব্যাংকের তুলনায় বেসরকারি ব্যাংকে খেলাপি ঋণ ২৩,৬৯৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।[১৬] ৩১ শে মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত তথ্য যাচাই বাছাই করলে দেখা যায় খেলাপী ঋণের পরিমাণ কল্পনাতীতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২৪ সালের জুন ও সেপ্টেম্বর মাসে যে ঋণখেলাপির পরিমাণ ২ লক্ষের কোঠায় ছিল তা পরবর্তী ৬ মাসের ব্যবধানে ৪ লক্ষের কোঠাকে ছাড়িয়ে গেছে। ৩১ মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত ব্যাংক খাতে খেলাপির পরিমাণ ৪,২০,৩৩৫ কোটি টাকাকে ছাড়িয়ে গেছে, যা ব্যাংক খাতে বিতরণ করা মোট ঋণের চার ভাগের এক ভাগ। সরকারি, বেসরকারি, বিদেশী ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের মধ্যে ঋণখেলাপির বৃদ্ধির প্রবণতা বেসরকারি ব্যাংকে সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। ২০২৫ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত বেসরকারি ব্যাংকে ঋণখেলাপির পরিমাণ হয়ে দাঁড়ায় ২,৬৪,১৯৫ কোটি টাকা যেখানে সরকারি ব্যাংকের পরিমাণ হয় ১,৪৬,৪০৭ কোটি টাকা।[১৭] এবং গত সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত ব্যাংক খাতের বিতরণ করা মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ১৮ লাখ ৩ হাজার ৮৪০ কোটি টাকা, যার ৩৫.৭৩% এখন খেলাপি। নভেম্বর, ২০২৫

---

15. Murshida Khatun, Tariqul Islam, Mehidi Hasan Suvo, Jubair Bin Sharif, and Md. Kwosar, "Non-Performing Loan and its Impact on the Banking Sector of Bangladesh," *International Journal of Applied Information Systems (IJAIS)* 12, no. 46 (January 2025): 41.
16. *Prothom Alo*, "Bank theke lut kora taka ekhon khelapi'r khatay", November 18, 2024.
17. *Prothom Alo*, "Khelapi rin bere dariyechhe 4 lakh 20 hazar koti taka" June 15, 2025.

পর্যন্ত ব্যাংক খাতে ঋণখেলাপি বেড়ে ৬ লাখ ৪৪ হাজার কোটি টাকা হয়ে দাঁড়ায়, যা বিতরণ করা মোট ঋণের প্রায় ৩৬%[১৮]

সহজ কথায়, বাংলাদেশের ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ক্ষেত্রে। এই প্রবণতা ব্যাংকের স্থিতিশীলতা ও কার্যকারিতা হ্রাস করছে এবং নীতি নির্ধারক ও ব্যাংক ব্যবস্থাপকদের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত।

ব্যাংক খাতে অর্থআত্মসাৎ-এর কারণে দেশের অর্থনীতি, ব্যাংক খাত, বিনিয়োগ, জীবনমান, মুদ্রা নীতি, মুদ্রাস্ফীতি ও শেয়ার বাজার ইত্যাদি ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। ব্যাংকের কর্মকর্তা বা কর্মীরা যখন অর্থআত্মসাৎ-এর সাথে জড়িত হন, তখন ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে এবং আমানতকারীদের আস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটি শুধু একটি ব্যাংকের নয় বরং সামগ্রিক অর্থনীতির উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে। এর সাথে সাথে অর্থ আত্মসাৎ-এর ফলে দেশের অর্থনীতিতে বহুমাত্রিক নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, বিশেষ করে বিনিয়োগকারীরা আস্থা হারায়, বিদেশি বিনিয়োগ কমে যায় এবং বাজারে তারল্য সংকট দেখা দেয়।

ব্যাংক খাতে অর্থ আত্মসাৎ-এর কারণ

একটি ব্যাংকের আমানত বা তহবিল আত্মসাৎ-এর পেছনে প্রধানত ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা পর্ষদ, অভ্যন্তরীণ অডিট বিভাগ এবং পর্যাপ্ত নজরদারিতা ও জবাবদিহিতার অভাব দায়ী। ব্যাংকের অর্থ আত্মসাৎ-এর পেছনে অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে ঋণগ্রহীতা সম্পর্কে ব্যাংকের দায়ীত্বশীলদের পরিপূর্ণ মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হওয়া। যদি ঋণগ্রহীতা নির্বাচনে ব্যাংক প্রতারণার শিকার হয় তবে পুরো ব্যবসায়িক কার্যক্রম ব্যর্থ হয়ে যেতে বাধ্য। এজন্যে অর্থ আত্মসাৎ রোধে ব্যাংককে ঋণগ্রহীতা সম্পর্কে এ ব্যাপারে পরিপূর্ণ ধারণা থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয় যে, তারা গৃহীত ঋণপরিশোধ করতে পারবে কি না। অধিকাংশ সময় ব্যাংক থেকে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, পরিচালক অথবা সিনিয়র কর্মকর্তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। তাদের প্রায়ই দেখা যায় যে, পর্যাপ্ত ডকুমেন্টস, কাগজপত্র ও প্রমাণাদি না থাকা সত্ত্বেও ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের চাপে অথবা নির্দেশে ঋণ দিয়ে থাকেন, যা ব্যাংক খাতে অর্থ আত্মসাৎ-এর ক্ষেত্রে সহায়তা করে। দুর্নীতিবাজ ও লুটকারীরা ভুয়া মর্টগেজ ব্যবহার করে ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকেন, যা পরবর্তীতে ঋণখেলাপি হয়ে দাঁড়ায়। ঋণগ্রহীতারা ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারী, ব্যাংক লিগ্যাল এডভাইজার এবং ভূমি কর্মকর্তাদের সাহায্য নিয়ে কিছু ভুয়া সম্পত্তির প্রমাণ তৈরি করেন। ব্যাংকের পরিদর্শকরা ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে এই ভুয়া সম্পত্তির বিষয়টি এড়িয়ে যান। ফলে এই ভুয়া সম্পত্তির প্রমাণ ব্যবহার করে

[18]. Prothom Alo, "Khelapi rin bere Akhon sare 6 lakh koti taka" November 27, 2025. Page:1

আত্মসাৎকারীরা ব্যাংক থেকে অর্থ লুট করে থাকেন। ঘুষ কিংবা ব্যবস্থাপনা পর্ষদের চাপের কারণে অধিকাংশ সময় ব্যাংকসমূহে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে হিসাব-নিকাশ বা জবাবদিহিতা করা হয়ে ওঠে না। এমনকি দেখা যায়, কিছু কিছু ব্যাংক বছরে দুইবার অডিট করার বিধান বা নিয়ম থাকা সত্ত্বেও বছরে শুধু একবার অডিট হয়ে থাকে।[১৯]

দুর্বল আর্থিক মনিটরিং ব্যবস্থাপনা ব্যাংক খাতে অর্থ আত্মসাৎ-এর পেছনে অনেকাংশ দায়ী। সাধারণত কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যাংক দেখভালের দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু তাদের দুর্বল কার্যক্রম ও পরিদর্শন ব্যবস্থাপনা ব্যাংক খাতে দুর্নীতিকে গভীরতর করে। অনেক ঋণগ্রহীতা রাজনৈতিক শক্তি ব্যবহার করে ব্যাংকের অর্থ কেলেঙ্কারি করে থাকেন। যে সমস্ত ঋণগ্রহীতা ব্যাংক থেকে বেশি সংখ্যক লোন বা ঋণ পেয়ে থাকেন তারা অনেকাংশেই শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ততা রাখেন। যদি ব্যাংকের কর্মকর্তা বা কর্মচারী ঋণ দিতে অস্বীকৃতি জানায় তবে তারা তাদেরকে হুমকি দেওয়ার মাধ্যমে ঋণ নিয়ে থাকেন। অনেক ঋণ গ্রহীতার সাথে ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে মাত্রাতিরিক্ত সম্পর্ক থাকায় খুব সহজে পর্যাপ্ত ডকুমেন্টস কিংবা কাগজপত্র ছাড়াই ঋণ পেয়ে থাকেন যা পরবর্তীতে ঋণখেলাপিতে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়।[২০] একজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিয়মবহির্ভূতভাবে নামে-বেনামে ঋণ নেন; এক্ষেত্রে তারা ঋণের বিপরীতে পর্যাপ্ত জামানত না রেখে ও তথ্য গোপন করে কিংবা ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ অথবা কর্মকর্তাদের সাথে গোপন আঁতাত ও যোগসাজসের মাধ্যমে ব্যাংকে গচ্ছিত জনগণের অর্থ বা আমানত নিজের কবজায় নিয়ে নেন।

অর্থ আত্মসাৎ বা অবৈধ মালিকানার শরয়ি বিধান

আত্মসাৎকে শরিয়তের পরিভাষায় ‘গসব’ বলা হয়। সাইয়্যেদ সাবেক রহ. তার ফিকহুস-সুন্নাহ গ্রন্থে আত্মসাৎ সম্পর্কে বলেন:

هو أخذ شخص حق غيره ، والاستيلاء عليه عدوانا وقهرا عنه

কোনো ব্যক্তি অন্যের সম্পদ বা অধিকার অবৈধ ও জোরপূর্বক নিজের কব্জায় নিয়ে নেওয়া।[২১]

শরয়ি দৃষ্টিতে অর্থ আত্মসাৎ বা অবৈধ মালিকানা অর্জন জুলুমের নামান্তর। জোরপূর্বক, ধোঁকা, প্রতারণা কিংবা জুলুমের মাধ্যমে অন্যের সম্পদ কুক্ষিগত করার মাধ্যমে নিজের কব্জায় নিয়ে যাওয়া সম্পূর্ণরূপে হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَ لَا تَقْتُلُوْۤا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا﴾

[19]. Kabir and Hosen, “A Study of Financial Crimes,” 51-52.
[20]. Hosain, S. “Political Connection, Corruption and Loan Defaulting Propensity: Experience of Bangladeshi Bank High Officials”, 38–9.
[21]. Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1977), 3: 248.

হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না। তবে তোমাদের পরস্পর সম্মতিক্রমে ব্যবসার মাধ্যমে (গ্রহণ করলে তা বৈধ)। আর নিজেদেরকে হত্যা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।[২২]

অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করা চাই ঋণের মাধ্যমে হোক বা চুরি, লুণ্ঠন বা ছিনতাই এর মাধ্যমে হোক তা নিশ্চয়ই জুলুম। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যের উপর জুলুম করার ব্যাপারে সতর্ক করে বলেন:

أَلَا لَا تَظْلِمُوا، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ،

সাবধান! কারো ওপর জুলুম করবে না। সাবধান! কারো সম্পদ তার মনোতুষ্টি ছাড়া কারো জন্য হালাল নয়।[২৩]

জিম্মি করার মাধ্যমে বা অন্যয়ভাবে অন্যের হক বা অধিকার লঙ্ঘনকারীর পরকালীন শাস্তির ভয়াবহতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ

যে ব্যক্তি কারো এক বিঘত পরিমাণ জমিন জোরজবরদস্তি করে দখল করেছে, কিয়ামত দিবসে তার গলায় সাত তবক হতে ঐ পরিমাণ জমিন বেড়িরূপে পরিয়ে দেয়া হবে।[২৪]

নিম্নে আর্থিক দুর্নীতির শরয়ি বিধান সংক্ষেপে তুলে ধরা হল:

- **আত্মসাৎকৃত সম্পদ বা অপরিশোধিত ঋণ ফেরত দেয়া**

ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণগ্রহণকারী জন্য বাধ্যতামূলক নীতি ও করণীয় হচ্ছে যথাযথ আমানতদারিতা ও দায়িত্বশীলতার সাথে চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ঋণপরিশোধ করে দিয়ে আর্থিক দায়বদ্ধতা থেকে মুক্তি লাভ করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ جَادًّا وَلَا لَاعِبًا، وَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ عَصَا صَاحِبِهِ فَلْيَرْدُدْهَا عَلَيْهِ

তোমাদের কেউ যেন তার সাথীর কোনো জিনিস (অবৈধভাবে) না নেয়–তা সত্যিকারের (চুরি বা আত্মসাতের) উদ্দেশ্যে হোক বা মজা করে হোক। আর তোমাদের কেউ যদি তার সাথীর লাঠি পায়, তবে সে যেন সেটি তাকে ফেরত দেয়।[২৫]

22. al-Qur'ān, 4:29
23. Abū ʻAbd Allāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, ed. Shuʿayb al Arnaʾūṭ, ʿĀdil Murshid, and others, supervised by ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-Muḥsin al-Turkī (Beirut: Muʾassasat al-Risālah, 2001), Hadith No. 20695.
24. Abū al-Ḥusāyn Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qushayrī an-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslīm*, ed. Muḥammad Fuʾād ʿAbd al-Bāqī (Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, 1955), Hadith No. 2610
25. Ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Hadith No. 17940

ঋণগ্রহীতা বা তহবিল আত্মসাৎকারী যতক্ষণ না অবৈধ উপায়ে বা ভুয়া ঋণের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ বা টাকা পরিশোধ না করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত নন। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ

যে হাত কিছু গ্রহণ করে, যতক্ষণ না তা ফিরিয়ে দেয় তার ওপর সেই গ্রহণকৃত বিষয়ের দায়বদ্ধতা লেগে থাকে।[২৬]

অন্যের অধিকার হরণকারীর দায়মুক্তির আইনগত উপায় সম্পর্কে ইমাম আল-সারাখসি রহ. বলেন:

وَأَتَمُّ وُجُوهِهِ رَدُّ الْعَيْنِ إِلَيْهِ فَفِيهِ إِعَادَةُ الْعَيْنِ إِلَى يَدِهِ كَمَا كَانَ فَهُوَ الْوَاجِبُ الْأَصْلِيُّ لَا يُصَارُ إِلَى غَيْرِهِ إِلَّا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهُ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ بِهَلَاكِهِ فِي يَدِهِ بِفِعْلِهِ أَوْ بِغَيْرِ فِعْلِهِ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ الْمِثْلِ جُبْرَانًا لِمَا فَوَّتَ عَلَى صَاحِبِهِ؛ لِأَنَّ تَفْوِيتَ الْيَدِ الْمَقْصُودَةِ كَتَفْوِيتِ الْمِلْكِ عَلَيْهِ بِالِاسْتِهْلَاكِ

বস্তুটি (অর্থাৎ আমানত বা ধার হিসেবে রাখা সম্পদ) ফেরত দেওয়ার মূল দায়িত্ব হলো, সেটি যেমন অবস্থায় মালিকের হাতে ছিল, তেমন অবস্থায় পুনরায় তার হাতে ফিরিয়ে দেওয়া। এটিই আসল এবং মৌলিক দায়িত্ব, এবং এই দায়িত্ব থেকে অন্য কোনো বিকল্প গ্রহণ করা বৈধ নয়, যতক্ষণ না ব্যক্তি তা ফিরিয়ে দিতে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়ে পড়ে। কিন্তু যদি সে বস্তুটি তার হেফাজতে থাকাকালীন নষ্ট হয়ে যায়, সে তা নিজের কাজের কারণে করুক বা অন্য কোনো কারণে; তাহলে তার ওপর সেই বস্তুটির সদৃশ বস্তু বা তার সমমূল্যের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। কারণ, সে মালিকের যে বস্তুটির উপর হেফাজতের অধিকার ও উপকারের সুযোগ ছিল, তা নষ্ট করেছে। বস্তুটির হেফাজত ও মালিকানা সংক্রান্ত সেই অধিকার নষ্ট করা, বাস্তবে মালিকের সম্পদ বিনষ্ট করার সমতুল্য।[২৭]

অপরাধী ব্যক্তি বান্দার অধিকারের দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত না হলে কিংবা কোন উপায়ে অন্যের স্বত্বাধিকার লংঘন করার ক্ষতিপূরণ বা শাস্তি থেকে বেঁচে গেলেও পরকালে তার জন্য ভয়াবহ শাস্তি ঘোষিত হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ

যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের অধিকার তার হাত দ্বারা কেড়ে নেয়, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম নিশ্চিত করেছেন এবং জান্নাত তার জন্য হারাম করেছেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, 'যদি সেটা খুব সামান্য হয়, হে আল্লাহর রাসুল?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, এমনকি যদি সেটা একটা কাঠের লাঠি হয়।[২৮]

26. Ibn Hanbal. *Musnad al-Imam Ahmad ibn Ḥanbal,* Hadith No. 20086
27. Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ* (Cairo: Maṭbaʿat al-Saʿādah n.d.), 11:50.
28. Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslīm*, Hadith No 218.

মানুষের অর্থনৈতিক সংকটপূর্ণ অবস্থা উত্তরণের জন্য অন্যের আর্থিক সাহায্য প্রয়োজন হতে পারে; তবে তা গ্রহণে উভয় পক্ষের সম্মতি এবং শরিয়াহ সম্মতভাবে হতে হবে। অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে বসলে, যে পরিমাণ ক্ষতি ভুক্তভোগী সম্মুখীন হয়েছে, তার যথাযথ ক্ষতিপূরণ আদায় করা অপরাধীর জন্য আবশ্যক।

- **আত্মসাৎ ও ঋণজালিয়াতিতে হাত কর্তনের বিধান**

ইসলামি শরীয়তে নির্ধারিত শাস্তি (হদ্দ)-সমূহের মধ্যে চুরির দায়ে হাত কর্তনের বিধান সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট। আলেমরা একমত যে, চুরির ক্ষেত্রে সম্পদ মালিকের অদৃষ্টিগোচরে বা লুকিয়ে নেওয়া শর্ত। এই শর্তের অনুপস্থিতিতে অপরাধীকে হাত কাটার বিধান প্রয়োগ করা যাবে না। যেহেতু বিশ্বাস ভঙ্গ, ছিনতাই, ঋণ প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ এবং আমানতের খেয়ানতের মধ্যে চুরির শর্ত অনুপস্থিত, সেহেতু এসব অপরাধের ক্ষেত্রে চুরির হদ্দ তথা হাত কাটার বিধান প্রযোজ্য নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদিস থেকে বিষয়টি প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ، وَمَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً، فَلَيْسَ مِنَّا ". وَقَالَ: " لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ

লুটতরাজকারী (যে প্রকাশ্যে ছিনিয়ে নেয়) তার হাত কাটা নেই। আর যে লোক প্রকাশ্যে লুটতরাজ করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"তিনি আরও বলেন: "বিশ্বাসঘাতকের হাত কাটা নেই।[২৯]

কোনকিছু ধার নেয়ার পর তা ফিরিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানালে কিংবা জোরপূর্বক কারো সম্পদ কুক্ষিগত করলে, তার উপর চুরির বিধান তথা হাত কাটার বিধান প্রয়োগ করা যাবে কি না, এ বিষয়ে ইমামদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত। সাইয়েদ সাবেক রহ. ফিকহুস-সুন্নাহ গ্রন্থে ফকিহদের মতামতসমূহ নিম্নোক্ত উদ্ধৃতির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন:

لا يقطع من جحدها، لان القرآن والسنة أوجبا القطع على السارق، والجاحد للعارية ليس بسارق. وذهب أحمد وإسحاق، وزفر، والخوارج، وأهل الظاهر، إلى أنه يقطع

যিনি ধার করা জিনিস অস্বীকার করেন, তার হাত কাটা যাবে না। কেননা কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী হাতকাটার বিধান শুধু চোরের জন্য নির্ধারিত; আর কর্জ বা ঋণ অস্বীকারকারী চোরের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু ইমাম আহমদ, ইমাম ইসহাক, ইমাম যুফার, খারেজি ও আহলুয যাহির আলেমগণের মতে, এ অবস্থায় ঋণ অস্বীকারীর হাত কাটা হবে।[৩০]

ইবনে কুদামা রহ. অপরাধীর অপরাধের মধ্যে চুরির শর্তের অনুপস্থিত থাকলে তার ওপর হাত কাটার বিধান প্রয়োগের পক্ষপাতি নন। তিনি বলেন:

[29]. Ibn Hanbal. *Musnad al-Imam Ahmad ibn Ḥanbal,* Hadith No. 15070
[30]. Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah,* 2:488

فإنْ اخْتَطَفَ أو اخْتلَسَ، لم يكُنْ سارِقًا، ولا قَطْعَ عليه

কেউ যদি সম্পদ ছিনিয়ে নেয় বা আত্মসাৎ (অফিস, আমানত, দায়িত্বে থাকা সম্পদ বেআইনিভাবে কুক্ষিগত) করে নেয়, তাহলে তাকে শরিয়তের দৃষ্টিতে "চোর" বলা যাবে না, এবং তার উপর হাত কাটার শাস্তি প্রযোজ্য নয়।[৩১]

আত্মসাত, ছিনতাই, আমানতের খেয়ানত ও ঋণজালিয়াতি ইত্যাদি অপরাধের পেছনে বাদী ও বিবাদী উভয়ের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পৃক্ততা কিংবা দায়বদ্ধতা থাকে। পক্ষান্তরে, চুরির ক্ষেত্রে এক পক্ষই সরাসরি জড়িত থাকে। যার ফলে উভয়ের মধ্যে অপরাধের ধরণগত তারতম্য বিদ্যমান। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রে হাত কাটার বিধান প্রয়োগ করা যথাযথ ও ন্যায়সঙ্গত হতে পারে না।

- **হাজর (الحجر) বা লেনদেনে বাঁধা প্রদান নীতি**

ঋণ আদায়ে ঋণগ্রহীতার অস্বীকৃতির কারণে ঋণদাতাকে ক্ষতি থেকে বাঁচানো ও ব্যক্তির স্বার্থ ও সম্পদের নিরাপত্তা রক্ষায় ইসলাম 'হাজর' (الحجر) বা লেনদেনে নিষেধাজ্ঞা বা বাঁধাপ্রদান নীতি প্রণয়ন করেছে। হাজর (الحجر)-এর সংজ্ঞায়নে ইবনে কুদামা রহ. বলেন:

مَنْعُ الإِنسانِ من التَّصَرُّفِ فِى مالِه.

"হাজর" মানে হলো – কোনো ব্যক্তিকে তার সম্পদের ওপর স্বাধীনভাবে লেনদেন বা ব্যবহার থেকে বিরত রাখা।

তিনি আরো বলেন, فالحَجْرُ عليه لِحَقِّ غيرِه، كالحَجْرِ على المُفْلِسِ، لِحَقِّ غُرَمَائِه،

অন্যের অধিকারের কারণে হাজর: দেনাগ্রস্ত ব্যক্তির ওপর হাজর আরোপ করা হয় ঋণদাতাদের অধিকারের কারণে।[৩২]

মানুষের সম্পদ বা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে 'বাধা প্রদান নীতির' উদ্দেশ্য হচ্ছে দায়ী ব্যক্তিকে সংশোধন ও মানুষের সম্পদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে উদ্বুদ্ধ করা; হিংসা, দ্বন্দ্ব বা স্বার্থের জন্য কারো উপর এমন বিধান আরোপ করা কখনো বৈধ নয়।

- **আর্থিক দণ্ড**

ঋণগ্রহীতা বা আর্থিক কেলেঙ্কারির সাথে জড়িত ব্যক্তি আত্মসাৎকৃত অর্থ ফিরিয়ে দেওয়ার পর অতিরিক্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে কিনা, এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মত পার্থক্য বিদ্যমান। ইমাম আবু হানিফা, মুহাম্মদ রহ. সহ অধিকাংশ ইমামের মতে তা'যীরী শাস্তি হিসেবে কোন অপরাধের জন্য কাউকে আর্থিক দণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে না। ইমাম শাফি রহ. প্রথমে আর্থিক জরিমানা জায়েজ মনে করলেও পরবর্তীতে তিনি তার মত থেকে সরে আসেন। হাম্বলী ইমামগণের মতে, আর্থিক জরিমানা করা

[31]. Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ʿAbd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī* (Riyadh: Dār ʿĀlam al-Kutub, 1997), 12:416.
[32]. Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī*, 6:593.

হারাম। তবে হানাফীগণের মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ এবং অধিকাংশ মালেকি মতাবলম্বী ইমামদের মতে, যদি কোন কল্যাণ নিহিত থাকে তবে আর্থিক জরিমানা বা অপরাধীকে আর্থিক দণ্ডে দণ্ডিত করা জায়েজ। ইবনে তাইমিয়্যাহ ও ইবনুল কাইয়ুম রহ. প্রমুখের মতে, অর্থ জরিমানার শাস্তি প্রদান করা জায়েজ। তাদের মত হলো, অরক্ষিত সম্পদ কেউ যদি চুরি করে কিংবা এ ধরনের চুরি যাতে হদ্দ প্রয়োগ করা যায় না, তাতে দ্বিগুণ জরিমানার শাস্তি প্রদান করা যায়।[৩৩] ঋণগ্রহীতা সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা পরিশোধে টালবাহানা বা বিলম্বের জন্য তাকে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণের দায়ভার গ্রহণ করতে বাধ্য করা যাবে। ইমাম কুদুরী রহ. বলেন:

فإن طلبها صاحبها فحبسها وهو يقدر على تسليمها ضمنها" لأنه متعد بالمنع، وهذا لأنه لما طالبه لم يكن راضيا بإمساكه بعده فيضمنه بحبسه عنه

যদি আমানতি মালের মালিক তা ফেরত চায় আর সে ফেরত প্রদানে বিরত থাকে; অথচ সে তা অর্পণ করতে সক্ষম ছিল, তাহলে সে এ আমানতের যামিন হবে। কেননা বিরত থাকার মাধ্যমে সে সীমালংঘনকারী হয়েছে। এর কারণ এই যে, যখন সে ফেরত চেয়েছে, তখন বোঝা গেলো যে, এরপর সে-তার কাছে রাখতে সম্মত নয়। সুতরাং মালিকের থেকে তা আটক রাখার কারণে এর ক্ষতিপূরণের দায় তাকে বহন করতে হবে।[৩৪]

তা'যীরী বিধান হিসেবে বিচারক বা আদালত অপরাধীকে অপরাধের দায় মুক্ত করার ক্ষেত্রে কারাদণ্ডকে আর্থিক দণ্ড থেকে প্রাধান্য দিবেন। তবে অপরাধের তীব্রতা বিবেচনায় আর্থিক জরিমানা আরোপ করা নিষেধ নয়।

অর্থ আত্মসাৎ বা অবৈধ মালিকানার সম্পূরক বিধান

অর্থ আত্মসাৎ কিংবা ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে টালবাহানা ও গড়িমসি করার ক্ষেত্রে উপরিউক্ত শরয়ি বিধানের পাশাপাশি কিছু সম্পূরক বিধান রয়েছে । নিম্নে পর্যায়ক্রমে তা উল্লেখ করা হলো:

- **দেউলিয়াত্ব দাবি করা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি সম্পর্কিত বিধান**

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যিনি ঋণ নেয়ার কথা স্বীকার করেন এবং তা আদায় করার ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন, তাকে ঋণপরিশোধে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে বন্দি করা বৈধ নয়। আর যদি ঋণগ্রস্তব্যক্তি (অনিচ্ছাকৃত) দেউলিয়া বা নিঃস্ব হয়ে যান, তবে তার সচ্ছলতা অর্জন ও ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য ও সক্ষমতা অর্জন পর্যন্ত অবকাশ ও সুযোগ দিতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

আর যদি ঋণগ্রহীতা অভাবগ্রস্ত হয়, তবে তাকে সচ্ছল হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দাও।

[33]. Ahmad Ali, *Islamer Sasti Ayen*, 322-323.
[34]. al-Marghīnānī, Al-Hidāyah fī Sharḥ Bidāyat al-Mubtadī, 213

আর যদি তোমরা তার ঋণ মাফ করে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।[৩৫]

ঋণগ্রহীতার দেউলিয়াত্ব ঘোষণার পর ঋণপরিশোধে বাধ্যকরণে কারাবন্দি করা যাবে কি না, এ বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান। আল-মাবসূত গ্রন্থে ফকিহদের মতামতসমূহ নিম্নোক্ত নসের (نص) মাধ্যমে তুলে ধরেছেন:

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُصَدَّقُ وَلَا يُحْبَسُ؛ لِأَنَّهُ مُتَمَسِّكٌ بِالْأَصْلِ وَهُوَ الْعَدَمُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يُصَدَّقُ لِأَنَّ الْتِزَامَهُ الْمَالَ اخْتِيَارًا دَلِيلُ قُدْرَتِهِ وَلَوْ كَانَ دَيْنًا وَجَبَ حُكْمًا بِاسْتِهْلَاكِ مَالٍ وَنَحْوِهِ يَنْبَغِي أَنْ يُصَدَّقَ، ثُمَّ قَالَ أَبُو حَنِيفَةُ رحمه الله: إذَا حُبِسَ الرَّجُلُ شَهْرَيْنِ يَسْأَلُ عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ سَأَلَ عَنْهُ فِي أَوَّلِ مَا يَحْبِسُهُ وَالرَّأْيُ فِيهِ إلَى الْقَاضِي إنْ أُخْبِرَ بَعْدَ أُوَيْقَاتٍ أَنَّهُ مُعْسِرٌ خَلَّى سَبِيلَهُ، وَإِنْ قَالُوا: وَاجِدٌ أَمَرَ بِحَبْسِهِ حَتَّى يَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ

কিছু আলেম বলেছেন: যদি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি বলে যে "আমি দেউলিয়া (অসহায়), আমার কাছে কিছুই নেই," তাহলে তাকে বিশ্বাস করা হবে এবং কারাবন্দি করা হবে না; কারণ দেউলিয়াত্বের দাবিটি মূলত "অভাব" এর উপর নির্ভর করে। অন্য আলেমরা বলেছেন: তাকে বিশ্বাস করা হবে না, কারণ সে যখন স্বেচ্ছায় ঋণ গ্রহণ করেছে, তখন এটি প্রমাণ করে যে, তার ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা ছিল। তাই তার দাবিটি সন্দেহজনক। ইমাম আবু হানিফার রহ. মত, যদি কোনো ব্যক্তিকে ঋণের কারণে আটক করা হয়, তবে দুই মাস পর তার সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হবে। অথবা বিচারক চাইলে প্রথমেই অনুসন্ধান করতে পারেন। বিচারকের এখতিয়ারে থাকবে যে, যদি সাক্ষ্য আসে যে সে সত্যিই দরিদ্র, তবে তাকে মুক্তি দিতে হবে। কিন্তু যদি প্রমাণ মেলে যে সে সক্ষম, তবে তাকে বন্দি রাখা হবে যাতে সে নিজের কাজের পরিণতি অনুভব করে।[৩৬]

ঋণপরিশোধে সক্ষম এমন দেউলিয়া ব্যক্তিকে বন্দি করা যাবে না। আল-কাসানী রহ. বলেন:

الَّذِي يَرْجِعُ إِلَى الْمَدْيُونِ فَمِنْهَا الْقُدْرَةُ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ حَتَّى لَوْ كَانَ مُعْسِرًا -لَا يُحْبَسُ وَلِأَنَّ الْحَبْسَ لِدَفْعِ الظُّلْمِ بِإِيصَالِ حَقِّهِ إِلَيْهِ وَلَوْ ظُلِمَ فِيهِ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ وَلِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ لَا يَكُونُ الْحَبْسُ مُفِيدًا؛ لِأَنَّ الْحَبْسَ شُرِعَ لِلتَّوَسُّلِ إِلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ لَا لِعَيْنِهِ،

যিনি ঋণগ্রস্ত, যদি তিনি দেউলিয়া হওয়া সত্ত্বেও ঋণ পরিশোধে সক্ষম হন, তবে তাকে বন্দি করা বা কারাদণ্ড দেওয়া যাবে না। বন্দি করার বিধান এসেছে অত্যাচার দূর করার জন্য, অর্থাৎ যাতে তার (ঋণদাতার) হক তাকে পৌঁছে দেওয়া যায়; কিন্তু অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে অক্ষমতার কারণে তাকে বন্দী করলে তা তার ওপর জুলুম হয়ে যাবে। এবং যখন সে ঋণ পরিশোধে সক্ষমই নয়, তখন বন্দি করাও কোনো কাজে আসে না; কারণ বন্দি করার উদ্দেশ্য মূলত ঋণপরিশোধ করানোর একটি

[35]. al-Qur'ān, 2:280
[36]. al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, 20:89.

উপায়, শুধু শাস্তি দেওয়া উদ্দেশ্য নয়[৩৭]।

- **ঋণ পরিশোধে গড়িমসির ক্ষেত্রে কারাদণ্ডের বিধান**

ঋণগ্রহীতার ঋণপরিশোধে সক্ষমতা বা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তালবাহানা, বিলম্ব বা গড়িমসি করা বড় ধরনের অপরাধ। প্রত্যেক ধারগ্রহীতার ঋণপরিশোধ করে দেওয়া কর্তব্য। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ

ধনী ব্যক্তির পক্ষ থেকে (ঋণ পরিশোধে) গড়িমসি করা অন্যায়। আর যখন তোমাদের কাউকে কোনো সক্ষম (অর্থাৎ পরিশোধে সক্ষম) ব্যক্তির কাছে ঋণ আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন সে যেন তা পালন করে।[৩৮]

যদি ধারগ্রহিতা চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট মেয়াদ ও সময়ের মধ্যে ঋণপরিশোধ না করে, অস্বীকার কিংবা টালবাহানা করে, তবে তাকে ঋণপরিশোধ না করা পর্যন্ত আটকে রাখা যাবে। তবে সন্তানের নিকট পিতা-মাতা বা দাদা-দাদী ঋণগ্রস্ত হলে, ঋণ পরিশোধে বাধ্যকরণে তাদেরকে বন্দি করা যাবে না। ইমাম শামসুল আইম্মাহ আস-সারাখসী রহ.বলেন:

وَيُحْبَسُ الرَّجُلُ فِي كُلِّ دَيْنٍ مَا خَلَا دَيْنَ الْوَلَدِ عَلَى الْأَبَوَيْنِ أَوْ عَلَى بَعْضِ الْأَجْدَادِ فَإِنَّهُمْ لَا يُحْبَسُونَ فِي دَيْنِهِ أَمَّا فِي دَيْنِ غَيْرِهِمْ فَيُحْبَسُ لِأَنَّهُ بِالْمَطْلِ صَارَ ظَالِمًا، وَالظَّالِمُ يُحْبَسُ وَأَنَّهُ عُقُوبَةٌ مَشْرُوعَةٌ

একজন ব্যক্তিকে প্রত্যেক প্রকার ঋণের জন্য (যদি সে পরিশোধে গাফিলতি করে) বন্দি করা যেতে পারে, তবে সন্তানের ঋণের জন্য পিতা-মাতা বা দাদা-দাদিদের বন্দি করা যাবে না। তবে, তারা অন্য কারও ঋণ (নিজেদের দায়ে) পরিশোধে গাফিলতি করলে বন্দি হতে পারেন, কারণ এভাবে টালবাহানা করলে সে অন্যায়ের পর্যায়ে পড়ে, আর অন্যায়ীকে বন্দি করা যায়, এবং এটি শরীয়তসম্মত শাস্তি।[৩৯]

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে কারাবরণ করতে বাধ্য করার প্রধান উদ্দেশ্য তাকে ঋণপরিশোধ করতে উদ্বুদ্ধ করা, অতিরিক্ত শারীরিক শাস্তি, যেমন প্রহার, শিকল পড়ানো বা অপমান করা উদ্দেশ্য নয়। এজন্যে ঋণগ্রস্ত কারাবন্দিকে অতিরিক্ত শাস্তি দেওয়া শরীয়ত সম্মত নয়। ইমাম শামসুল আইম্মাহ আস-সারাখসী রহ. বলেন:

وَلَا يُضْرَبُ الْمَحْبُوسُ فِي الدَّيْنِ وَلَا يُقَيَّدُ وَلَا يُقَامُ وَلَا يُؤَاجَرُ لِأَنَّ هَذِهِ عُقُوبَاتٌ زَائِدَةٌ مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِهَا، وَإِنَّمَا قُلْنَا بِالْحَبْسِ لِيَكُونَ حَامِلًا لَهُ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ

37. ʿAlāʾ al-Dīn Abū Bakr ibn Masʿūd al-Kāsānī, *Badāʾiʿ al-Ṣanāʾiʿ fī Tartīb al-Sharāʾiʿ* (Cairo: al-Maṭbaʿa al-ʿIlmiyya, 1327–1328 AH), 7: 173.
38. Abū ʻAbd Allāh Muḥammad ibn Ismāʿīl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 2001), Hadith No 2287.
39. al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, 20:88.

ঋণের কারণে কারাবন্দি ব্যক্তিকে প্রহার করা, শিকল পরানো, অপমানের উদ্দেশ্যে দাঁড় করানো, কিংবা জোরপূর্বক শ্রমে নিযুক্ত করা বৈধ নয়। কারণ এগুলো অতিরিক্ত শাস্তি, যার অনুমতি শরিয়তে নেই। আমরা শুধু কারাবাসের অনুমতি দিয়েছি যেন তা ঋণ পরিশোধে তাকে উদ্বুদ্ধ করে।[৪০]

- **ঋণের কারণে সম্পদ বাজেয়াপ্ত ও বিক্রয়করণ**

ঋণপরিশোধ করার উদ্দেশ্যে যদি ঋণগ্রস্তব্যক্তির সম্পত্তি বিক্রয় করার প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে সম্পত্তির মালিক তথা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির অনুমতি সাপেক্ষে বিক্রয় করতে হবে; অন্যথায় তা বৈধ হবে না। কেননা পারস্পরিক সম্মতি ছাড়া কারো সম্পদে হস্তক্ষেপ করা শরীয়তসম্মত নয়। মহান আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না, তবে তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিতে যদি তা ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে হয়, তবে তা বৈধ। আর তোমরা নিজেদের হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।[৪১]

আল-কাসানী রহ. বলেন, وَبَيْعُ مَالِ الْمَدْيُونِ عَلَيْهِ تِجَارَةً لَا عَنْ تَرَاضٍ فَلَا يَجُوزُ

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির সম্পত্তি যদি মালিকের সম্মতি ব্যতীত বিক্রি হয়, তা বৈধ নয়।[৪২]

ঋণপরিশোধে টালবাহানাকারী কারাবন্দির সম্পদ বিক্রয় করে ঋণপরিশোধ করা যাবে- কি না এ বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। আল-মাবসুত গ্রন্থে বলা হয়েছে,

أَنَّهُ لَا يُبَاعُ عَلَى الْمَدْيُونِ مَالُهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله الْعُرُوض، وَالْعَقَارُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ لَا مُبَادَلَةَ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ بِالْآخَرِ فَلِلْقَاضِي أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ اسْتِحْسَانًا لِقَضَاءِ دَيْنِهِ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ يَبِيعُ عَلَيْهِ مَالَهُ، فَيَقْضِي دَيْنَهُ بِثَمَنِهِ

ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির সম্পদ (স্থাবর সম্পদ বা অস্থাবর সম্পদ উভয়ই) তার অসম্মতিতে বিক্রি করা বৈধ নয়। তবে বিচারক যদি ঋণ পরিশোধের জন্য প্রয়োজন মনে করেন, তাহলে "ইস্তিহসান" (ন্যায়ানুগ ব্যতিক্রমধর্মী সিদ্ধান্ত) ভিত্তিতে তা করতে পারেন। অন্যদিকে, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. মতে, বিচারক ঋণগ্রস্তের সম্পদ বিক্রি করতে পারেন এবং বিক্রয়মূল্য থেকে তার ঋণপরিশোধ করতে পারেন।[৪৩]

40. al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, 20:90.
41. al-Qur'ān, 4:29
42. al-Kāsānī, *Badāʾiʿ al-Ṣanāʾiʿ fī Tartīb al-Sharāʾiʿ*, 7: 170.
43. al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, 24:164.

- **সাময়িক কারা মুক্তি**

ঋণ পরিশোধে অস্বীকার কিংবা বিলম্বের কারণে কারাবন্দি হওয়া ঋণগ্রহীতার কাছে একাধিক ঋণদাতা ঋণ দাবি করলে, দাবিদারদের সত্যতা যাচাই করার জন্য বিচারক কারাবন্দিকে সাময়িকভাবে কারাগার থেকে মুক্তি দিতে পারেন। এ ব্যাপারে ইমাম শামসুল আইম্মাহ আস-সারাখসী রহ.বলেন:

وَإِذَا حُبِسَ رَجُلٌ بِدَيْنٍ فَجَاءَ غَرِيمٌ لَهُ آخَرُ يُطَالِبُهُ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يُخْرِجُهُ مِنْ السِّجْنِ وَيَجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ هَذَا الْمُدَّعِي فَإِنْ أَقَرَّ لَهُ بِالدَّيْنِ أَوْ قَامَتْ لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ؛ كَتَبَ اسْمَهُ فِيمَنْ حُبِسَ لَهُ مَعَ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكْتُبْ رُبَّمَا يُشْتَبَهُ عَلَى الْقَاضِي أَنَّهُ مَحْبُوسٌ بِدَيْنٍ وَاحِدٍ فَيُخْلِي سَبِيلَهُ فَيَكْتُبُهُ حَتَّى لَا يُخْلِيَ سَبِيلَهُ إلَّا بِقَضَائِهِمَا

যদি কোনো ব্যক্তিকে ঋণের কারণে বন্দি করা হয়, এরপর অন্য একজন ঋণদাতা এসে তার কাছ থেকে পাওনা দাবি করে, তাহলে বিচারক তাকে সাময়িকভাবে কারাগার থেকে বের করবেন, এবং উভয় পক্ষকে উপস্থিত করবেন– যাতে বিষয়টি যাচাই করা যায়। যদি বন্দি ব্যক্তি নতুন ঋণদাতার দাবির ব্যাপারে স্বীকার করে, অথবা প্রমাণ দ্বারা ঋণের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে বিচারক তার নাম লিখে রাখবেন। কারণ যদি বিচারক তা না লেখেন, তাহলে ভবিষ্যতে ভুলবশত মনে হতে পারে যে সে শুধু প্রথম ঋণের জন্য বন্দি, এবং এভাবে ভুলে তাকে মুক্তি দেওয়া হতে পারে। তাই বিচারক লিখে রাখবে যাতে সে সব ঋণপরিশোধ না করা পর্যন্ত মুক্ত না হয়।[৪৪]

মৃতব্যক্তির ঋণপরিশোধ ও অসিয়ত পূরণে ধারাবাহিকতা

ঋণ রেখে যাওয়া ব্যক্তির ঋণের সমপরিমাণ সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকলে, অসিয়ত পূর্ণ করার পূর্বে তার সম্পত্তি থেকে ঋণপরিশোধ করতে হবে। ঋণদাতা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর ঋণ মওকুফ না করলে কিংবা মৃত ব্যক্তির পক্ষ হয়ে কেউ তার ঋণপরিশোধ না করলে, মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা সম্পত্তির মালিক হতে পারবেনা। এক্ষেত্রে অসিয়ত পূরণ ও উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পদ বণ্টনের পূর্বে মৃতের ঋণপরিশোধ করা বাধ্যতামূলক। ইবনু আবেদিন রহ. উল্লেখ করেন,

وَلَوْ اسْتَغْرَقَهَا دَيْنٌ لَا يَمْلِكُهَا بِإِرْثٍ إلَّا إذَا أَبْرَأَ الْمَيِّتَ غَرِيمُهُ أَوْ أَدَّاهُ وَارِثُهُ بِشَرْطِ التَّبَرُّعِ وَقْتَ الْأَدَاءِ

যদি মৃতব্যক্তির সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে ঋণে নিমজ্জিত থাকে, তবে উত্তরাধিকারীরা ঐ সম্পত্তির মালিক হবে না, যদি না ঋণদাতা মৃত ব্যক্তিকে ঋণ থেকে অব্যাহতি দেয়, অথবা উত্তরাধিকারী স্বেচ্ছায় ঋণপরিশোধ করে দেয়।[৪৫]

44. al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, 20:89.
45. Muḥammad Amīn ibn ʿUmar Ibn ʿĀbidīn, *Radd al-Muḥtār ʿalā al-Durr al-Mukhtār: Sharḥ Tanwīr al-Abṣār* (Cairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī ,1966 CE), 5:416

যদি মৃত ব্যক্তির ঋণের পরিমাণ তার রেখে যাওয়া সম্পত্তির পরিমাণ থেকে কম হয় তবে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা ঋণের সমপরিমাণ সম্পত্তি ব্যতীত অবশিষ্ট সম্পত্তি থেকে নিজেদের অংশ নিজেরা ব্যবহার করতে পারবে এবং তা দিয়ে নিজেদের ঋণও পরিশোধে ব্যবহার করতে পারবে। এ প্রসঙ্গে ইবনু আবেদিন রহ. বলেন,

عَلَيْهِ دَيْنٌ غَيْرُ مُسْتَغْرِقٍ فَلِلْحَاضِرِ مِنْ وَرَثَتِهِ بَيْعُ حِصَّتِهِ لِحِصَّتِهِ مِنْ الدَّيْنِ لَا بَيْعُ حِصَّةِ غَيْرِهِ لِلدَّيْنِ؛ لِأَنَّهَا مِلْكُ الْوَارِثِ الْآخَرِ؛ إذْ الدَّيْنُ لَمْ يَسْتَغْرِقْ

যদি মৃতব্যক্তির ওপর এমন ঋণ থাকে যা সম্পত্তিকে সম্পূর্ণ গ্রাস করেনি, তাহলে জীবিত উপস্থিত উত্তরাধিকারী নিজের অংশের সম্পত্তি বিক্রি করতে পারে নিজের অংশের ঋণ পরিশোধের জন্য, কিন্তু সে অন্য উত্তরাধিকারীর অংশ বিক্রি করতে পারবে না ; কারণ তা অন্য উত্তরাধিকারীর মালিকানাধীন, যেহেতু ঋণ সম্পত্তিকে পুরোপুরি আবৃত বা গ্রাস করেনি[৪৬]

ফকিহদের উপর্যুক্ত বিধান থেকে প্রতিভাত হলো যে, মুআ'মালা (معاملة) বা লেনদেনের ক্ষেত্রে ইসলাম অত্যন্ত কঠোর নীতি আরোপ করার মাধ্যমে মানুষের সামগ্রিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বদ্ধপরিকর।

ব্যাংকিং তহবিল আত্মসাৎ রোধে বাংলাদেশের আইন ও সংবিধি

বাংলাদেশের আইন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ব্যাংক খাতে দুর্নীতি, অর্থ-তসরুপ ও তহবিল আত্মসাৎ রোধে অনেক আইন বলবৎ রয়েছে। এ গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য আইন হলো, দণ্ডবিধি ১৮৬০ এর ধারা ৪০৩ ও ৪০৯, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২, দুর্নীতি দমন আইন ২০০৪, ঋণ আদালত আইন ২০০৩, এবং সর্বশেষ প্রণীত আইন ব্যাংক রেজল্যুশন অধ্যাদেশ ২০২৫।

দণ্ডবিধি ১৮৬০ এর ধারা ৪০৩–তে মূলত অসাধুভাবে সম্পত্তির ভোগদখল কিংবা প্রতারণা, ধোকা ও দুর্নীতি ইত্যাদির মাধ্যমে অন্যের টাকা পয়সা, অর্থ, আমানত বা ব্যাংকের তহবিল আত্মসাৎ করে নিজের আয়ত্তে নিয়ে যাওয়া কিংবা নিজের ব্যবহারে প্রয়োগ করার শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। এই ধারায় বলা হয়েছে:

কোন ব্যক্তি যদি অসাধুভাবে কোন অস্থাবর সম্পত্তি আত্মসাৎ করে অথবা উহা তার নিজের ব্যবহারে প্রয়োগ করে, তবে উক্ত ব্যক্তি দুই বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, অথবা অর্থ দণ্ডে, অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।[৪৭]

দণ্ডবিধি ১৮৬০ এর ধারা ৪০৩ তে বলা হয়েছে-

কোন ব্যক্তি যদি সরকারী কর্মচারী হিসেবে তার পদমর্যাদা বলে অথবা ব্যাংকার, ব্যবসায়, ফ্যাক্টর, দালাল, এটর্নী বা প্রতিনিধি হিসেবে ব্যবসায় সূত্রে কোনভাবে কোন সম্পত্তির জিম্মাদার হয়ে বা উক্ত সম্পত্তির পরিচালনের

46. Ibn ʿĀbidīn, *Radd al-Muḥtār ʿalā al-Durr al-Mukhtār: Sharḥ Tanwīr al-Abṣār*, 5:416
47. *The Penal Code 1860*, 403.

ভারপ্রাপ্ত হয়ে সে সম্পত্তি সম্পর্কে অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গ করে, তবে উক্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে অথবা দশ বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি অর্থ দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে।

দুর্নীতি, ঘুষ, মুদ্রাজালকরণ, দলীল দস্তাবেজ জালকরণ, প্রতারণা, ঋণজালিয়াতি, দেশী ও বিদেশী মুদ্রা পাচার, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাংক খাতের তহবিল আত্মসাৎ বা লুট হয়ে থাকে, যা মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর দৃষ্টিতে একটি দণ্ডনীয় অপরাধ এবং এই অপরাধের শাস্তি উক্ত আইনের ৪২ ধারায় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে:

কোন ব্যক্তি মানিলন্ডারিং অপরাধ করলে বা মানিলন্ডারিং অপরাধ সংঘটনের চেষ্টা, সহায়তা বা ষড়যন্ত্র করলে তিনি অন্যূন ৪ (চার) বৎসর এবং অনধিক ১২ (বার) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং এর অতিরিক্ত অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির দ্বিগুণ মূল্যের সমপরিমাণ বা ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত, যা অধিক, অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন[৪৮]

ব্যাংক খাতে সীমাহীন দুর্নীতি, আত্মসাৎ ও লুট ইত্যাদির কারণে তফসিলি ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি, তারল্য সংকট ও দেউলিয়াত্ব ও আর্থিক অস্থিতিশীলতা ইত্যাদি নানাবিধ জটিলতা ও সংকট থেকে উত্তরণের জন্য ২০২৫ সালে বাংলাদেশ সরকার ‘ব্যাংক রেজুল্যুশন অধ্যাদেশ, ২০২৫’ নামে একটি আইন জারি করে। এই অধ্যাদেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে শক্তিশালী করা হয়েছে যাতে লুটপাটের ঘটনা বন্ধ করা যায় এবং এর সাথে এক কোম্পানির একাধিক ব্যাংকের মালিকানা নেওয়ার সুযোগও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ফলে ব্যাংক সমূহের উপর একক কর্তৃত্বের প্রভাব হ্রাস পাবে এবং দুর্নীতি কমে আসবে। এই অধ্যাদেশের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্পোরেট ও ব্যাংক খাতে শৃঙ্খলা ও জবাবদিহিতা আনয়ন এবং আমানতকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ নিশ্চিত করা।

- ব্যাংক রেজুল্যুশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর ৭৯ ধারার মূল বক্তব্য হচ্ছে- প্রতারণামূলকভাবে কিংবা নিজেদের দায়িত্ব অবহেলার কারণে ব্যাংকের তহবিল বা সম্পদ যে পরিমাণ তসরুফ হয়েছে সে পরিমাণ সম্পদ বা তহবিল সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তিকে ফেরত দিতে হবে। তবে বাংলাদেশ ব্যাংক অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ দাবি করলে তা নির্ধারিত অংশের সাথে আদায় করতে হবে। এক্ষেত্রে ব্যাংকের এই আর্থিক ক্ষতির পেছনে ব্যক্তি দায়ী না হলে কিংবা ক্ষতির কারণ ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণের বাহিরে হলে তার জন্য সে ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে না।[৪৯]
- উক্ত আইনের ধারা ৮২ এর ১ ও ২ নং উপধারা মতে, তফসিলি ব্যাংকের ক্ষতির

48. Bangladesh Gazette, *Money Laundering Prevention Act, 2012.*
49. Bank Resolution Ordinance 2025, 37.

পেছনে ব্যাংকের কর্মকর্তাদের কর্ম, নিষ্ক্রিয়তা ও ভুল সিদ্ধান্ত দায়ী হলে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে তার জন্য দায়ী হবেন। আর দায়ী ব্যক্তি বা কর্মকর্তাগণ প্রতারণামূলকভাবে ব্যবহৃত, অপব্যবহৃত ও ব্যাংকের তসরুপকৃত তহবিলের ক্ষতিপূরণ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন।[৫০]

ব্যাংক থেকে অর্থ আত্মসাৎ কিংবা তহবিল তসরুপ করার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন একটি অবৈধ উপার্জন প্রক্রিয়া যা বাংলাদেশের বিভিন্ন আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করেছে। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৭ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যদি অসাধু কিংবা অবৈধ উপায়ে উপার্জন করেন তবে এই ক্ষেত্রে তিনি অনূর্ধ্ব ১০ বছর এবং অন্যূন ৩ বছর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন, এবং তার অবৈধ উপায়ে উপার্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে। এই ধারায় বলা হয়েছে-

কোন ব্যক্তি তার নিজ নামে, বা তার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির নামে, এমন কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির দখলে আছেন বা মালিকানা অর্জন করেছেন, যা অসাধু উপায়ে অর্জিত হয়েছে এবং তার জ্ঞাত আয়ের সহিত অসংগতিপূর্ণ বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে এবং তিনি উক্তরূপ সম্পত্তি দখল সম্পর্কে আদালতের নিকট বিচারে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করতে ব্যর্থ হলে উক্ত ব্যক্তি অনূর্ধ্ব ১০ (দশ) বৎসর এবং অন্যূন ০৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদে কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন এবং তদুপরি অর্থ দণ্ডেও দণ্ডনীয় হবেন; এবং উক্তরূপ সম্পত্তিসমূহ বাজেয়াপ্ত যোগ্য হবে।

ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান যাতে ঋণখেলাপির টাকা সহজে উদ্ধার করতে পারে, এ উদ্দেশ্যে ২০০৩ সালে ‘অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩’ নামে একটি বিশেষ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইন অনুযায়ী ‘অর্থ ঋণ আদালত’ নামে একটি বিশেষ আদালত গঠিত হবে যা যুগ্ম জেলা জজ পদমর্যাদার। এই আদালতে ঋণখেলাপির মামলাটি পরিচালিত হবে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঋণখেলাপির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া:

ঋণখেলাফের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা ব্যাংক ঋণ প্রদানের সময় ঋণগ্রহীতার থেকে বন্ধক (Mortgage) স্বরূপ স্থাবর ও অস্থাবর জামানত হিসেবে যে সম্পত্তি নিয়ে থাকেন, তা নিলামে তুলতে হবে। নিলামে তোলার অন্তত ১৫ দিন পূর্বে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা ঋণদাতাকে দৈনিক পত্রিকায় একটি নিলামের সংবাদ বা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে। এই বিজ্ঞপ্তির প্রক্রিয়াটি অর্থ ঋণ আদালতে মামলা করার পূর্বে ঋণদাতাকে, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা ব্যাংক কর্তৃকপক্ষকে প্রকাশ করতে হবে। নিলাম থেকে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির বন্ধকি সম্পত্তি বিক্রয়ের মাধ্যমে যে টাকা পাওয়া যাবে, তা সমন্বয় করার পরেও আরো টাকা বাকি বা অবশিষ্ট থাকলে তবেই ঋণদাতা বা আর্থিক

50. Bank Resolution Ordinance 2025, 82.

প্রতিষ্ঠান অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়ের করতে পারবেন। পক্ষান্তরে বন্ধকি সম্পত্তি বিক্রয় করার পর অবশিষ্ট টাকা থাকলে তা ঋণগ্রহীতাকে ফেরত দিতে হবে। সর্বোপরি, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকসমূহ ঋণ আদায়ে বিলম্ব ও দীর্ঘসূত্রতা থেকে মুক্ত হতে, ঋণগ্রহীতার সময়ের মধ্যে ঋণ প্রদানে বাধ্য করতে এবং অর্থনৈতিক, ব্যবসায়িক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে এই 'ঋণ আদালত আইন, ২০০৩' প্রণীত হয়েছে।[৫১]

ইসলামী শারিয়্যাহ ও প্রচলিত আইনের তুলনামূলক পর্যালোচনা নিম্নোক্ত সারণীতে উপস্থাপন করা হলো:

প্রচলিত আইন	শরিয়া আইন
ব্যাংক কর্মকর্তা বা সরকারি কর্মচারী যাদের মূল ও প্রধান কর্তব্য জনগণের সম্পত্তির নিরাপত্তা ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করা। এসব কর্মচারী বা কর্মকর্তাদের মাধ্যমে আর্থিক অপরাধ সংঘটিত হলে, তাদের অপরাধের জন্য শাস্তি হিসেবে নির্দিষ্ট মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডের বিধান প্রচলিত আইনে বিধিবদ্ধ ও প্রয়োগযোগ্য।	ইসলামী শরীয়তে অর্থ-আত্মসাৎ, ধোকা প্রতারণা ও আমানতের খেয়ানতের ক্ষেত্রে কারাদণ্ডের বিধান প্রযোজ্য। তবে অপরাধীকে কারাবন্দি করার ক্ষেত্রে ইসলামের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। কারাবন্দির মনস্তাত্ত্বিক সংশোধন ও মানুষের অপহৃত হক বা সম্পদ হকদারের নিকট ফিরিয়ে দিতে অপরাধীকে কারাবন্দি করা ইসলামের উদ্দেশ্য; শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, যেমন অপমান করা, শিকল পড়ানো, কাজ করানো বা প্রহার করা উদ্দেশ্য নয়। প্রচলিত আইনে অপরাধীকে সশ্রম, শারীরিক ও মানসিক শাস্তি দেওয়া কারাদণ্ডের উদ্দেশ্য হিসেবে স্বীকৃত।
দুর্নীতি, অবৈধ টাকা বৈধকরণের চেষ্টা, বিদেশে অবৈধভাবে টাকা পাচার এবং বিবিধ অপরাধের ক্ষেত্রে প্রচলিত আইনে আর্থিক দণ্ড ও কারাদণ্ডের বিধান বলবৎ রয়েছে। বাংলাদেশের ফৌজদারি আইনে অর্থদণ্ডের বিধান বহুলভাবে প্রচলিত ও প্রয়োগযোগ্য।	অধিকাংশ ইসলামী আইনবিদ অপরাধীর শাস্তি হিসেবে অর্থদণ্ডের পক্ষপাতী নন। ইসলামী আইনের প্রধান উদ্দেশ্য অপরাধীকে সংশোধন ও অপরাধের ক্ষতি থেকে মানুষকে রক্ষা করা। এ উদ্দেশ্যে অপরাধীকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা ইসলামের অন্যতম মাধ্যম। অন্যদিকে, অপরাধীকে অতিরিক্ত জরিমানা করলে বা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করলে, এর মাধ্যমে তার ক্ষতিসাধন করা হয়। তবে অপরাধীর অপরাধের তীব্রতার ভিত্তিতে বিচারক বা আদালত অপরাধীকে অতিরিক্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করতে পারেন। শরীয়তের দৃষ্টিতে এটি মুবাহের পর্যায়ভুক্ত।

[51]. Bangladesh. The Artha Rin Adalat Ain, 2003 (Loan Court Act, 2003). Act No. 8 of 2003. Dhaka: Bangladesh Government Press, 2003.

প্রচলিত আইন	শরিয়া আইন
আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম, নীতিনির্ধারণ, দুর্নীতিরোধ, ভারসাম্য রক্ষা এবং আর্থিক ক্ষতি রোধে উচ্চ পর্যায়ের দায়িত্বশীলদের নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও লেনদেন নিষিদ্ধের অধিকার স্বীকৃত।	মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা লেনদেনের স্বচ্ছতা ও ঋণ পরিশোধে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে বাধ্যকরণ এবং ঋণখেলাপি প্রতিরোধে ইসলাম হাজর (الحجر) বা লেনদেন স্থগিতকরণ নীতি প্রবর্তন করেছে। পাশাপাশি ইসলাম দায়িত্বশীলদের দায়িত্ব-কর্তব্যবোধ ও জবাবদিহিতার প্রতি সতর্ক করেছে।
বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে অর্থনৈতিক অপরাধের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত শাস্তির বিধান স্বীকৃত থাকলেও, ঋণ জালিয়াতি, আত্মসাৎ বা প্রতারণার আশ্রয়ে কুক্ষিগত করা সম্পত্তির সমপরিমাণ মূল্য বা সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তিকে পরিশোধ করতে বাধ্য করে।	ইসলামে অন্যের সম্পত্তি জুলুম, আত্মসাৎ বা অবৈধ উপায়ে কুক্ষিগত করাকে পরকালে কঠিন আজাবের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পার্থিব জীবনে আর্থিক অপরাধের ক্ষেত্রে সমপরিমাণ সম্পদ বা মূল্য সংশ্লিষ্ট ভুক্তভোগীকে প্রদান করা ইসলামের অন্যতম নির্দেশ; অতিরিক্ত অর্থ বা জরিমানা আদায় করা ইসলামী শরীয়ত সম্মত নয়। এই বিধান বাস্তবায়নে অপরাধীকে বাধ্য করা যাবে এবং এই উদ্দেশ্যে প্রহার করা বা বন্দি করা যাবে।
আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষতির পেছনে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিষ্ক্রিয়তা, দায়িত্বহীনতা ও ইচ্ছাকৃত ভুল সিদ্ধান্ত দায়ী হলে, সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তিগণ ক্ষতির দায়ভার বহন করবেন। তাদের দায়বদ্ধতার কারণে অন্যকে দায়ী করা যাবে না।	ইসলামী শরীয়তে প্রাপ্তবয়স্ক ও মুকাল্লাফ ব্যক্তিদের কৃতকর্মের জন্য নিজেরাই দায়ী থাকে; অন্য ব্যক্তিকে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য দায়ী করা স্বীকৃত নয়। ইসলামের এই মূলনীতি আল কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ যে সৎকাজ করবে নিজের কল্যাণেই করবে. যে অসৎ কাজ করবে তার পরিণতি তাকেই ভোগ করতে হবে। তোমার প্রতিপালক বান্দাদের প্রতি যালিম নন।।[৫২]
প্রচলিত আইনে ঋণগ্রহীতার বন্ধকি বিক্রয় করে ঋণপরিশোধ করার বিধান স্বীকৃত। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা ব্যাংকসমূহের আমানতের নিরাপত্তার বিধানকল্পে বন্ধকের বিধান প্রবর্তিত হয়েছে।	ইসলামে রাহন (رهن) বা বন্ধকের বিধান বৈধ। রাসুল (সা.) তার জীবদ্দশায় এক ইহুদী থেকে যবের বিনিময়ে তার ঢাল বা বর্মটি বন্ধক রেখেছেন

[52] al-Qur'ān: 41:46

প্রচলিত ও শরয়ি বিধানের মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের ফলে প্রতীয়মান হয়েছে যে, জনগণের আর্থিক নিরাপত্তা ও ক্ষতিরোধে ইসলামের তা'যীরী বিধান প্রচলিত আইনকে অনেকাংশেই সমর্থন করে। তবে আইনের পরিধি, উদ্দেশ্য ও আর্থিক দণ্ডের বিধানগত প্রয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামী আইন ও প্রচলিত আইনের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। ইসলামী আইন প্রয়োগের সূচনা পর্ব শুরু হয় তাকওয়া ও পরকালীন জবাবদিহিতার মনোভাব তৈরি করার মধ্য দিয়ে যা মানুষের নৈতিকতা ও মূল্যবোধকে শক্তিশালী করে। নৈতিকতা ও মূল্যবোধের শিক্ষা ও প্রভাব মানুষকে যাবতীয় খারাপ কর্ম থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করে। পক্ষান্তরে, প্রচলিত আইনে নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও অপরাধীর সংশোধনের দৃষ্টিভঙ্গির প্রাধান্য না দিয়ে, অপরাধের শাস্তিগত বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। ইসলামী আইন অপরাধীকে ঘৃণা না করে, অপরাধকে ঘৃণা করার মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আদালত বা ইসলামী রাষ্ট্রের বিচারক (قاضي) অপরাধের তীব্রতাকে বিবেচনা করে অপরাধীকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেও, শরয়িবিধানের উদ্দেশ্য থাকে মানুষকে সংশোধন, অন্যের হক বা মানুষের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব তৈরি করা; শারীরিক, মানসিক বা আর্থিক ক্ষতি সাধন করার উদ্দেশ্য নয়। প্রচলিত আইনে অপরাধের দণ্ডের ক্ষেত্রে অধিকাংশই আর্থিক জরিমানা বা অর্থদণ্ডের বিধান স্বীকৃত। প্রকৃতপক্ষে, আর্থিক জরিমানা অপরাধ প্রশমনে জোরালো ভূমিকা পালনে সক্ষম নয়। ইসলামে অপরাধ দমনে কারাদণ্ড, বেত্রাঘাত, পরকালীন জবাবদিহিতা এবং আইনের পূর্ণ দৃষ্টান্তমূলক প্রতিফলন ও বাস্তবায়ন অধিকতর কার্যকর; তবে অপরাধের তীব্রতা বিবেচনায় অপরাধীকে আর্থিক দণ্ডে দণ্ডিত করা শরীয়তে মুবাহের পর্যায়ভুক্ত। অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও পাওনাদারের অধিকার যাতে খর্ব না হয়; এই উদ্দেশ্যে ঋণ রেখে মৃত্যুবরণ করা ঋণগ্রহীতার কাফন-দাফনের পরে এবং অসিয়ত পূরণ ও উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পদ বণ্টন করার পূর্বে ঋণপরিশোধ করতে ইসলাম নির্দেশ প্রদান করে। মৃত ব্যক্তির ঋণ আর সম্পদ সমান হলে, তা দিয়ে ঋণপরিশোধ করে দেওয়া বাধ্যতামূলক। আর মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি তার ঋণের চেয়ে কম হলে, মৃত ব্যক্তির পক্ষ হয়ে তার নিকটাত্মীয় কেউ ঋণপরিশোধ করে দিবে। প্রচলিত আইনে এমন সুস্পষ্ট ও যথার্থ বিধানের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না; যার মাধ্যমে মানুষের আর্থিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দায়ী ব্যক্তির অনুপস্থিতিতেও যথোপযুক্ত ও কার্যকরভাবে বিধান করা যাবে। উপর্যুক্ত পর্যালোচনা প্রমাণ করে, ইসলামী শরয়ি বিধান সর্বাবস্থায়, সর্বক্ষেত্রে ও সবসময়ের জন্য সার্বজনীন, কল্যাণকামী ও যথোপযুক্ত এবং প্রচলিত আইনের তুলনায় অগ্রগামী। সুতরাং আর্থিক দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রচলিত আইন তখনই কার্যকর ভূমিকা পালন করবে; যখন ইসলামের শিক্ষা, মূলনীতি ও আদর্শ এবং বিধানের পূর্ণ বাস্তবায়ন ঘটানো সম্ভব হবে।

প্রাপ্ত ফলাফল ও সুপারিশমালা

- **প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা:** ঋণ অনুমোদন ও আর্থিক সিদ্ধান্ত-প্রবাহে স্বচ্ছতা বাধ্যতামূলক করতে হবে; প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের জন্য স্ববিবেচ্য নথিকরণ, সোর্স ট্র্যাকিং এবং প্রকাশযোগ্য রিপোর্টিং অনুশীলন গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- **তত্ত্বাবধানের স্বাতন্ত্র্য ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ শক্তিশালীকরণ:** কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীন তদারকি ক্ষমতা ও নির্দেশনা কার্যকর করতে হবে; তদারকির জন্য সূক্ষ্ম, নিরপেক্ষ ও প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থা আনতে হবে।
- **নিরপেক্ষ ও প্রযুক্তিভিত্তিক অডিট ও লেনদেন বিশ্লেষণ:** দুর্বল অডিট প্রক্রিয়া আর্থিক অনিয়ম লুকিয়ে রাখতে সহায়তা করে, তাই নিয়মিত, স্বয়ংক্রিয়-অ্যালগরিদমিক ট্রানজ্যাকশন মনিটরিং এবং তৃতীয়-পক্ষ নিরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা জরুরি।
- **দণ্ড ও আইনী কার্যকারিতা:** জালিয়াতি ও আত্মসাতের ক্ষেত্রে গতিশীল, ন্যায়সংগত ও দ্রুত বিচারের ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে আইনশৃঙ্খলা ও বিচারপ্রণালীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে; সম্পদ উদ্ধারের কার্যকৌশল কার্যকর করা প্রয়োজন।
- **নিয়োগ ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ সংস্কার:** নিয়োগ-প্রকরণ, স্বরাষ্ট্রমূলক নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থাসহ অভ্যন্তরীণ কনট্রোলের পুনর্গঠন; ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীনির্ভর সিদ্ধান্তকেন্দ্রিক সংস্কৃতি ভেঙে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক প্রশাসনিক নীতিমালা প্রতিষ্ঠা করা।
- **নৈতিক শিক্ষার অবকাঠামো ও কর্মী সাক্ষরতা:** ব্যাংককর্মীদের জন্য ধারাবাহিক নৈতিকতা-প্রশিক্ষণ, অ্যাকাউন্টেবিলিটি কর্মশালা এবং পেশাগত আচরণবিধির বাস্তবসম্মত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- **দণ্ডবিধি ও সামাজিক-মৌলিক প্রতিরোধ:** আইনগত প্রতিরোধের পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ, হোয়িটলিস্ট/হোয়িস্টলব্লোয়ার সুরক্ষা, গণতান্ত্রিক নজরদারি ও নাগরিক অংশগ্রহণ অপরাধের প্রতিক্রিয়া হ্রাসে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
- **ইসলামী নৈতিকতা ও আর্থিক বিধানসমূহের প্রাসঙ্গিক প্রয়োগ:** সুদমুক্ত, ন্যায়ভিত্তিক আর্থিক অনুশীলন ও আমানত-নিষ্ঠার নীতি প্রচারণার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি নৈতিক বুনিয়াদ গড়ে তোলা; এটি আইনগত সংস্কারের পরিপূরক হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।
- **জনসম্মুখে খোলাখুলি প্রতিবেদন ও তথ্যপ্রবাহ:** ব্যাংক-সম্পর্কিত অনিয়ম ও তদন্তের ফলাফলসমূহ পাবলিক ট্রান্সপারেন্সি পোর্টালে প্রকাশ নিশ্চিত করতে হবে, তাহলে তথ্যশক্তি ন্যায় প্রতিষ্ঠায় মুখ্য ভূমিকা রাখবে।

উপরিউক্ত নীতিগুলো প্রয়োগ করার ফলে ব্যাংকিং খাতের প্রাতিষ্ঠানিক অস্থিরতা হ্রাস পাবে, দুর্নীতির ধারা প্রতিহত হবে এবং অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন, বিশেষত বিনিয়োগ ও জনকল্যাণ ত্বরান্বিত হবে। এই সংক্ষিপ্ত সুপারিশসমূহ নীতিনির্ধায়কদের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও গবেষণার ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

উপসংহার

ব্যাংকে রাখা জনগণের টাকা যখন কতিপয় অসাধু ব্যক্তিবর্গ ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক লুটপাট হয়ে যায় তখন দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য ও ব্যবস্থাপনা ধ্বংসে পতিত হয়। বাংলাদেশের ব্যাংক খাতে তহবিল আত্মসাৎ-এর কারণে দেশের ব্যাংকসমূহ মারাত্মক সংকটে পড়েছে; বিশেষ করে অর্থনৈতিক গতি, স্থিতিশীলতা, জনগণের আস্থা, বিনিয়োগ এবং দেশের আমদানি নির্ভরতা বৃদ্ধি ও জনজীবনের উপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও উন্নয়নকে কেন্দ্র করে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মতো নানাবিধ মানবীয় মতবাদ ও দর্শন সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু কোন মানব দর্শনই মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার বিধান করতে পারেনি। প্রথম দিকে মতবাদগুলোর সফলতা কিছুটা দৃশ্যমান হলেও ক্রমান্বয়ে তাদের অন্তঃসারশূন্যতা মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। ইসলাম এমন শাশ্বত জীবন ব্যবস্থা যা মানুষকে নৈতিকতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে, সরল পথ প্রদর্শনপূর্বক, অপরাধ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক কঠোরতা আরোপ করে মানুষের জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তার বিধান প্রতিষ্ঠা করে।

বাংলাদেশে মানুষের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আইন প্রণীত হয়েছে। এই আইনগুলোতে সাধারণত অর্থ সংক্রান্ত বিভিন্ন অপরাধ ও অপরাধীদের শাস্তি, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তহবিল ব্যবস্থাপনা, ঋণ প্রদানের শর্তাবলি ও তা আদায় সংক্রান্ত বিভিন্ন ধারা, দেউলিয়া সংক্রান্ত কার্যক্রম, অর্থ পাচারের মাধ্যমসমূহ ও তার শাস্তি, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আর্থিক অপরাধ এবং ব্যাংক খাতের স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অন্যদিকে ইসলাম মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ও যুগোপযোগী বিধান দিয়েছে। ইসলাম মানুষের চারিত্রিক উন্নতি সাধনের মাধ্যমে যে কোন অন্যায় কিংবা অপরাধের মূলে কুঠারাঘাত করে। এর পাশাপাশি মানুষের আমানত সুরক্ষা ও সার্বজনীন স্বার্থ রক্ষায় কঠোর ঋণ-নীতি, হালাল উপার্জনের প্রতি উৎসাহ দান, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা এবং চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাই প্রতিরোধে দৃষ্টান্তমূলক ও শিক্ষামূলক শাস্তির ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, স্বার্থ ও নিরাপত্তার বিধান করে। ইসলামী শরিয়াহ শুধু তার আইন প্রণয়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং আইন পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার প্রসার, ব্যাংক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, রাজনৈতিক করাল গ্রাস থেকে ব্যাংক খাতকে মুক্তকরণ, কর্মকর্তা কর্মচারীদের নৈতিকতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণমূলক কর্মশালা আয়োজন, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নজরদারিতা বৃদ্ধি, প্রযুক্তি নির্ভর অডিট ব্যবস্থা প্রচলন, যোগ্য, সৎ ও দক্ষ ব্যক্তিদের নিয়োগ প্রদান এবং সর্বোপরি দুর্নীতির বিরুদ্ধে সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারলেই ব্যাংক খাতে কেলেঙ্কারি বা দুর্নীতি রোধ করা সম্ভব হবে।

Bibliography

al-Qurʾān al-Karīm

A Board of Researchers. *Dainandin Jibane Islam*. Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 2000.

ʿAbdur Rahīm, Muḥammad. *Islamer Aurthaniti*. Dhaka: Khairun Prokashani, 2012.

Abū Dāwūd, Sulaymān ibn al-Ash'ath al-Sijistānī . *Sunan Abī Dāwūd*. Edited by Muḥammad Muḥyī al-Dīn 'Abd al-Ḥamīd. Ṣaydā–Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, n.d.

Aḥmad ibn Ḥanbal, Abū 'Abd Allāh. *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*. Edited by Shuʿayb al-Arnaʾūṭ, ʿĀdil Murshid, and others, supervised by ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-Muḥsin al-Turkī. Beirut: Muʾassasat al-Risālah, 2001.

al-Bukhārī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Ismāʿīl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Edited by Muḥammad Zuhayr ibn Nāṣir al-Nāṣir. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422H.

al-Qardawī, Yūsuf. *Islāmē Ḥalāl Ḥarāmēr Bidhan*. Dhaka: Khairun Prokashani, 2013.

al-Tirmidhī, Muḥammad ibn ʿĪsā ibn Sawrah ibn Mūsā ibn al-Ḍaḥḥāk. *al-Jāmiʿ al-Kabīr (Sunan al-Tirmidhī)*. Edited by Bashshār ʿAwwād Maʿrūf. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998.

Bangladesh Gazette. *Money Laundering Prevention Act, 2012*. Dhaka: Government of Bangladesh.

Editorial Board. *Islamer Bebsay o Banijjo Aeen*. Dhaka: Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre, 2016.

Government of Bangladesh. *Bank Resolution Ordinance*, 2025.

Hosain, S. "Political Connection, Corruption and Loan Defaulting Propensity: Experience of Bangladeshi Bank High Officials." *Journal of Financial Economics and Banking* 3, no. 2 (2022): 35–39.

Kabir, Musnun, and Md. Mosharaf Hosen. "A Study of Financial Crimes in the Banking Sector of Bangladesh." *International Journal of Law and Public Policy* 6, no. 2 (2024): 49–57. https://doi.org/10.36079/lamintang.ijlapp-0602.677

Khatun, Murshida, Tariqul Islam, Mehidi Hasan Suvo, Jubair Bin Sharif, and Md. Kwosar. "Non-Performing Loan and its Impact on the Banking Sector of Bangladesh." *International Journal of Applied Information Systems (IJAIS)* 12, no. 46 (January 2025), 39-43.

Prothom Alo. "Bank theke lut kora taka ekhon khelapi'r khatay." November 18, 2024. https://www.prothomalo.com/business/bank/ujifb5wh6y

———. "Khelapi rin bere dariyechhe 4 lakh 20 hazar koti taka." June 15, 2025. https://www.prothomalo.com/business/bank/mm5idapd11

Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dār al-Kitāb al-ʿArabī, 1977.

The Penal Code, 1860. Dhaka: Government of Bangladesh.